এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ এলঅ্যান্ডটির শীর্ষ কর্তার সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর
বিধাননগর পুরবোর্ড ভেঙে দিল প্রশাসন ৩

কলকাতা ৭ জুন ২০২৬ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৫৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.06.2026, Vol.19, Issue No. 354, 8 Pages, Price 3.00

বাংলায় রেলে লক্ষ কোটি লগ্নির আশ্বাস
চাকা ঘুরছে উন্নয়নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা রেল প্রকল্পগুলির জট কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়নের নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে রেল ক্ষেত্রে ১ লক্ষ কোটিরও বেশি টাকার কাজের সম্ভাবনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার নবান্নে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উপস্থিতিতে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই বার্তা দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বহু কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর হয়নি, যার ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন।

বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জানান, চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভারের কাজ রেলের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা সেবক-রংপো রেল প্রকল্পের জন্য ক্ষতিপূরণমূলক বনসৃজনের উদ্দেশ্যে ২০ একর জমি দ্রুত অনুমোদন করেছে রাজ্য সরকার। আরও ৭০টির বেশি রেল ওভারব্রিজ এবং আন্ডারপাস প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অনাপত্তিপত্রও অল্প সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

নবান্নে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের সুবিশাল সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, রাজ্যে ১০২টি অমৃত ভারত স্টেশনের আধুনিকীকরণ এবং ৫৩৮টি ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে প্রস্তুত বলেও তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রেল ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে রেল খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যের জন্য ১৪,২০৫ কোটি টাকার রেল বাজেট বরাদ্দ হয়েছে বলে তাঁর দাবি।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণের উপর জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ দিনাজপুর, সুন্দরবন-সহ একাধিক এলাকা এখনও রেল মানচিত্রে পর্যাপ্তভাবে যুক্ত নয়। নতুন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে সেই সমস্যার সমাধান হবে।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও রাজ্য সরকারের সহযোগিতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে এখন উন্নয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। শনিবার কলকাতা সফরে এসে ব্যতিক্রমী নজির গড়লেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনি বৈষ্ণব। এইদিন বিমানবন্দরে নামার পর সরকারি গাড়ি ব্যবহার না করে উঠে পড়েন মেট্রোতে। জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) মেট্রো স্টেশন থেকে মেট্রোয় চেপে নোয়াপাড়া পৌঁছন তিনি। পরে অটোয় চেপে নবান্নে যান এবং সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন।

'আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার উন্নয়নের বিরোধী ছিল। পদে পদে বাধা দিত।' এমনই অভিযোগ করলেন কেন্দ্রের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এদিন বিকেলে চিংড়িঘাটার মেট্রোর কাজ দেখতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রের রেলমন্ত্রী। সেই কাজ ঘুরে দেখার ফাঁকেই গত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে দুষলেন তিনি। চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ আটকে রেখেছিল তৃণমূল। তারা উন্নয়ন চাইত না। সেই অভিযোগ করেন তিনি। কলকাতা মহানগরের জন্য মেট্রো খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই কথা এদিন জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী। রেলমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। মেট্রো যাত্রার সময় সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং মেট্রো পরিষেবা সম্পর্কে তাঁদের মতামতও শোনেন।

তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছার প্রমাণ রেল বাজেটেই স্পষ্ট। রেলমন্ত্রী জানান, রাজ্যে ইতিমধ্যেই ১০টি অমৃত ভারত স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে ৯টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং একাধিক অমৃত ভারত ট্রেন পশ্চিমবঙ্গে চলাচল করছে। আগামী পাঁচ বছরে কলকাতা মেট্রোর জন্য ৬০টি নতুন প্রজন্মের ট্রেন চালুর পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন তিনি।

এছাড়া দিল্লি-লখনউ-বারাণসী-পাটনা হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত সম্ভাব্য বুলেট ট্রেন করিডর এবং ডানকুনি থেকে শুরু হওয়া পূর্ব-পশ্চিম ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডরের কথাও উল্লেখ করেন রেলমন্ত্রী। তাঁর মতে, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও শিল্পোন্নয়নে বড়সড় গতি আসবে।

বিস্ফোরণের পর নির্দেশ শওকতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার ধৃত প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লাকে তোলা হয় বিশেষ এনআইএ আদালতে। এনআইএ-সূত্রে খবর, তাঁর কাছ থেকে মেলে একটি পেন-ড্রাইভ। সেই পেন-ড্রাইভে কী রয়েছে তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

এদিকে শনিবার এনআইএ আইনজীবী শ্যামল ঘোষ কোর্টে সওয়াল করতে গিয়ে বলেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে তদন্তভার এনআইএ নিয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত শওকত। বোমা বানাতে গিয়ে যাঁরা জখম হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরা সিডিআর দেখেছি। তাতে বোঝা যাচ্ছে অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে অনবরত কথা বলছিলেন শওকত। তাঁর নির্দেশ ছিল অন্য অভিযুক্তদের কাছে। মোবাইল উদ্ধার করে ফরেনসিক পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে। তদন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে। ১৪ দিনের জন্য হেপাজতে প্রয়োজন।'

অন্যদিকে, শওকতের আইনজীবী বলেন, 'আগে দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছিল। আমরা জামিন চাইছি। আশাদুল মোল্লার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। বিস্ফোরণস্থল থেকে শওকত মোল্লা বাড়ি অনেক দূরে। তিনি তখন কোথায় ছিলেন দেখা হোক। শওকত মোল্লা এই বিস্ফোরণে যুক্ত নন। ঘটনার সময় ৪০ কিমি দূরে বাড়িতে ছিলেন। বিস্ফোরণ ঘটেছে সেটা জানতেনও না। আমাদের মক্কেল জেড প্লাস সিকিউরিটি পেতেন। পুলিশি নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে থাকতেন।' এরপরই আইনজীবী এ প্রশ্নও তোলেন, 'তিনি সবার মাঝে থেকে এসব করতে পারেন কী?'

দাবি এনআইএ-র

ভাঙড়ে বিস্ফোরণের পর তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক তথা ভাঙড়ের তৃণমূল প্রার্থী ফোনে কাউকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তারির পর মোবাইল থেকে সেই সংক্রান্ত তথ্য মিলেছে। আদালতে এমনই দাবি করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। পাল্টা শওকতের আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের সঙ্গে বিস্ফোরণকাণ্ডের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি জনপ্রতিনিধি ছিলেন। দুর্ঘটনাস্থল থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর পক্ষে এমন কাজ কী ভাবে সম্ভব?

বিধানসভা ভোটের মুখে ভাঙড়ের দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ মামলার সূত্রে বৃহস্পতিবার রাতে শওকতকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। তাঁকে মূল ষড়যন্ত্রকারী বলছেন গোয়েন্দারা। শনিবার দুপুরে শওকতকে হাজির করানো হয়েছিল কলকাতা নগর দায়রা আদালতে। তদন্তের স্বার্থে শওকতকে নিজেদের হেপাজতে চায় এনআইএ। আদালতে জানানো হয়, একটি পেন ড্রাইভ এবং মোবাইল বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অন্য দিকে, তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক আবেদন করেন জামিনের।

বিস্ফোরণ মামলার অভিযোগকারী আসাদুল মোল্লা জানান, বোমার আওয়াজ শুনে তিনি পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন। তার পরে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সেই মামলা হাতে নিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। এখন এনআইএ বলছে, শওকতের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেটি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। কিন্তু বিস্ফোরণ মামলায় শওকতের জড়িত থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ধৃতের আইনজীবী সুমন দাস। দাবি করা হয়, সে দিন বিস্ফোরণস্থল থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন শওকত। তিনি কোনও ভাবে এই বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ফাঁসানো হচ্ছে। শওকতের আইনজীবী আদালতে এ-ও জানান, ঘটনার সময় তাঁর মক্কেল বিধানসভার সদস্য ছিলেন। তিনি জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পেতেন। তাঁর সঙ্গে কী ভাবে এই বিস্ফোরণে যুক্ত থাকা সম্ভব?

সন্দেশখালি-বাসন্তীতে অস্ত্র উদ্ধার

অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

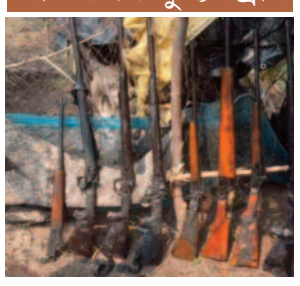

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বড় সাফল্যের দাবি করল রাজ্য পুলিশ। শনিবার সন্দেশখালি, বাসন্তী এবং কুমড়াখালির একাধিক এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এই অভিযানের পর পুলিশ ও এসটিএফ-কে অভিনন্দন জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, নির্ভুল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সরবেড়িয়া বাজার সংলগ্ন এলাকা, কুমড়াখালি, বাসন্তী এবং সন্দেশখালিতে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। এই অভিযানে শান্তি বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে মজুত করে রাখা বিপুল পরিমাণ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়েছে বলেই মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন। শনিবারের এই সফল অভিযানের জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজিপি, এসটিএফ এবং বসিরহাট পুলিশ জেলার কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিজের এক্স পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এই ধরনের অবৈধ অস্ত্র মজুত রাখা হতো এবং সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করতে ব্যবহার করা হতো। তাঁর আরও অভিযোগ, এই রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার জেরে বহু বিরোধী দলের কর্মী, বিশেষত বিজেপি কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।

সিএএ আন্দোলনে ভাঙচুরের পুরনো মামলায় নয়া তদন্ত সেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৯ সালের সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের সময় সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগগুলির পুনর্তদন্তে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি সিদ্ধানাথ গুপ্তকে ওই সময় দায়ের হওয়া সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশাসন সূত্রে খবর, তদন্তের জন্য রাজ্য পুলিশের একটি বিশেষ সেল গঠন করা হবে। ২০১৯ সালের আন্দোলনের সময় সরকারি বাস, রেল সম্পত্তি, স্টেশন এবং অন্যান্য সরকারি পরিকাঠামোয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের যে অভিযোগগুলি নথিভুক্ত হয়েছিল, সেগুলি পুনরায় পর্যালোচনা করা হবে বলেই নবান্ন সূত্রের খবর। প্রয়োজন হলে পুরনো মামলার ভিত্তিতে নতুন তদন্ত নথিও তৈরি করা হবে এমনটাই জানা যাচ্ছে। সরকারি সূত্রে জানা যাচ্ছে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও আদায় করা হবে। এছাড়াও রেল সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘটনাগুলির তদন্তে রেল পুলিশের সহযোগিতা নেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় মুর্শিদাবাদ, হাওড়ার উলুবেড়িয়া-সহ একাধিক এলাকায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং রেল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সেই সময়কার ঘটনাগুলির তদন্ত ফের আলোচনায় উঠে এল। প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে দায় নির্ধারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির হিসাব পুনর্মূল্যায়নের উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে।

আবাসে চালু 'সেল্ফ সার্ভে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রামীণ আবাস প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করতে পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। অন্যান্য রাজ্যের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গেও চালু করা হচ্ছে 'সেল্ফ সার্ভে' বা স্ব-সমীক্ষা পদ্ধতি। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ নিজেরাই আবাস প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সেই আবেদন পরবর্তী সময়ে সরকারি স্তরে যাচাই করে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, উপভোক্তাদের তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ত্রিস্তরীয় যাচাই ব্যবস্থা চালু করা হবে। জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অন্তত ১০ শতাংশ পরিবারের তথ্য ব্লক বা মহকুমা স্তরের আধিকারিকদের মাধ্যমে পুনরায় যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি ৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ব্লকস্তরের আধিকারিকদের পৃথক পর্যালোচনা এবং ২ শতাংশ ক্ষেত্রে জেলাস্তরের আধিকারিকদের সরাসরি যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সম্ভাব্য অনিয়ম বা ভুলত্রুটি ধরা সম্ভব হবে যাবে বলে মনে করছে প্রশাসন।

রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসককের উদ্দেশে গত ৩০ মে পাঠানো এক নির্দেশিকায় এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

হাকিম-হীন পুরসভা ভাঙার নোটিস, জবাব চাইল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভা ভেঙে দেওয়ার পথে কি এগোচ্ছে রাজ্য সরকার? মেয়রের পদত্যাগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই জল্পনা উস্কে দিয়ে পুরসভাকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠাল পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। শুক্রবার জারি হওয়া নোটিসে বলা হয়েছে, মেয়রের পদত্যাগের ফলে কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং নাগরিক পরিষেবা কার্যত অচল হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুরসভাকে অকার্যকর বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বলে ঘোষণা করে ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকার বিবেচনা করছে। সেই কারণেই কলকাতা পুরসভাকে তিন দিনের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে। নোটিসে কলকাতা পুর আইন, ১৯৮০-এর ১১৭ ধারার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কোনও পুরসভা যদি দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা দেখায় বা ধারাবাহিক ভাবে কর্তব্যে ব্যর্থ হয়, তবে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই পুরসভাকে ভেঙে দিতে পারে। সরকারি নোটিসে দাবি করা হয়েছে, বর্তমান অচলাবস্থার জেরে নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং তা জনস্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে। সেই কারণেই আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপের আগে পুরসভার মতামত চাওয়া হচ্ছে।

অভিষেকের আগাম দিল্লি সফরে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাওয়ার কথা ছিল রবিবার, তার বদলে তড়িঘড়ি শনিবারই দিল্লি রওনা হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেকের যোগ দেওয়া পূর্বনির্ধারিত ছিল। ঠিক ছিল রবিবার দু'জনে দিল্লি যাবেন। কিন্তু পরিকল্পনা পাল্টে শনিবার একাই দিল্লি গেলেন অভিষেক। তৃণমূল সূত্রের খবর, মমতার নির্দেশেই দিল্লিযাত্রা এক দিন এগিয়ে এনেছেন অভিষেক। পরিষদীয় দলের পরে তৃণমূলের সংসদীয় দলেও যখন ভাঙনের ইঙ্গিত মিলছে, তখন আচমকা এই সফর এগিয়ে আনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

রবিবার দিল্লিতে অভিষেকের কী কর্মসূচি রয়েছে, এখনও স্পষ্ট নয়। তৃণমূলের কোনও কোনও নেতার মতে, সংসদীয় দলে ভাঙন ঠেকানোর একটা শেষ চেষ্টা হয়তো তিনি করতে পারেন। কিন্তু মূলত অভিষেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই রাজ্য বিধানসভায় পরিষদীয় দল ভেঙেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়েরা। সেই অপারেশনের নামও তাঁরা দিয়েছিলেন 'অপারেশন ক্রাউন প্রিন্স'। তৃণমূল সাংসদেরাও অভিষেকের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছেন। ফলে তাঁর পক্ষে ভাঙন ঠেকানো কী ভাবে সম্ভব বুঝে উঠতে পারছেন না তৃণমূল নেতারা।

উল্লেখ্য, বিধানসভায় তৃণমূলের ৮০ জন বিধায়কের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যক বিধায়ক ভেঙে নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা আদায় করে নিয়েছে। বিরোধী দলনেতা হিসাবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই লোকসভায় 'অপারেশন লোটাস' শুরু হতে চলেছে।

Embrace the Hustle
For a brighter Future
Website : www.swamivivekanandauniversity.ac.in
ADMISSIONS OPEN
FOR THE SESSION
2026-27
SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY
Excellence | Innovation | Entrepreneurship
UNIVERSITY CAMPUS - Telini Para, Barasat
☎ 7044086270 / 8961334184
SWAMI VIVEKANANDA GROUP OF INSTITUTES
Website : www.svist.org
CAMPUS - SONARPUR, BARUIPUR
9831084446 / 7003029267
REGENT EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION
Website : www.rerf.in
CAMPUS - BARRACKPORE
9831103784 / 9007231000
APPROVED BY AICTE || NAAC B++ ACCREDITED || AFFILIATED TO MAKAUT AND WBSCTE
MBA | MCA | M.Tech in CSE • EE • ME • CE
B.Tech CSE in Gaming, AI & DS • ECE • EE • EEE • ME • CE
BBA | BCA | • B.Sc. MLT • BSc. MRIT • Physiotherapy
• Data Science • Cyber Security • Psychology • Biotechnology
• Microbiology • Journalism • Digital Marketing • Agriculture
• Hospital Management • Hotel & Hospitality Management
• Animation • Nutrition • Diploma in : Civil • ME • EE • English
• Electronics • Comp.Sc. • Optometry • OTT • LLB
West Bengal Student Credit Card Scheme Available
OUR RECRUITERS
Tractors India, Tech Mahindra, IBM, accenture, HCL, WIPRO, Cognizant, genpact, amazon, Infosys, VIDEOCON d2h and many more...

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিতা- মৃত নিত্যনন্দ ঘোষ, গত ০২/০২/২০২৬ তাং কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে IV-03/26 নং আমমোক্তার দলীল বলে আমমোক্তার ১. শংকর ভট্টাচার্য, পিতা - মৃত দিলীপ ভট্টাচার, ২. সুদীপ কুমার রায়, পিতা - মৃত প্রদীপ কুমার রায়, ৩. সমরেশ ঘোষ, পিতা- মৃত আনন্দ মোহন ঘোষ, উক্ত আমমোক্তারগন হইতে গত ইং ২২/০৫/২০২৬ I-4583/26 নং দলীল বলে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন উত্তম কুমার ঘোষ ও I-4585/26 নং দলীল বলে ৮.১১ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন প্রিয়ঙ্কা ঘোষ এবং I-4584/26 নং দলীল বলে ৪.৯১ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন পার্থনা ঘোষ, উক্ত সম্পত্তির খতিয়ান নং আর.এস. ৩৯৬, এল.আর. ৯৯৬, ২১৮৩ ও দাগ নং আর.এস ও এল.আর. ৫১৯, ৪৯৮,৪৯৯,৫০১, মৌজা ৪৩ নং পানিনালা, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ করলে থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **কৌশিক কুমার মিত্র**, পিতা ৺কল্যান কুমার মিত্র, সাকিম খামারচন্ডী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, হাল সাকিম ১৬২/৬ আব্দুল রোড বি গার্ডেন, হাওড়া, বি গার্ডেন, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০৩, মহাশয় বিগত ইং ২৫/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03501/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী সুমন্ত ঘোষ**, পিতা শ্রী কানাইলাল ঘোষ, সাকিম পশ্চিম জয়কৃষ্ণপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, বিগত ইং ১৪/১১/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04940/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী বেলা চক্রবর্ত্তী**, স্বামী শ্রী অশোক চক্রবর্ত্তী, সাকিম রাধাকৃষ্ণপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়াকে, **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা পশ্চিম জয়কৃষ্ণপুর, ৬৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩০০ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪০১ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ৭১ শতকের মধ্যে ০.১১১১ অংশে ৮ শতক তন্মধ্যে ০৩ কাঠা বা ৪.৯৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **শ্রী সুমন্ত ঘোষ**, সম্পত্তির অপর শরিক **শ্রীমত্যা কল্পনা রায়**, স্বামী ৺অমরনাথ রায়, সাকিম পশ্চিম জয়কৃষ্ণপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, হাল সাকিম ২৬এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর, কোলকাতা-৭০০০০৪, মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ১০/১২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11145/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী নমিতা ঘোষ**, স্বামী শ্রী তোতন ঘোষ, সাকিম পশ্চিম জয়কৃষ্ণপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়াকে **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা পশ্চিম জয়কৃষ্ণপুর, ৬৬ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪০১ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ৭১ শতকের মধ্যে ১)হাল এল.আর. ২৩০০ নং খতিয়ান হইতে ০.১১১১ অংশে ৮ শতক তন্মধ্যে ১.০১ শতক এবং ২)হাল এল.আর. ২২৯৪ নং খতিয়ান হইতে ০.১১১২ অংশে ৮ শতক তন্মধ্যে ৩.৯৫ শতক, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে ০৩ কাঠা বা ৪.৯৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রীমতী বেলা চক্রবর্ত্তী**, স্বামী শ্রী অশোক চক্রবর্ত্তী, **২)শ্রীমতী নমিতা ঘোষ**, স্বামী শ্রী তোতন ঘোষ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এন্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শ্রী সুমন্ত ঘোষ, আমমোক্তার**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণদের জানানো হইতেছে যে মুল দলিল যাহা এ.ডি.এস.আর. নৈহাটি অফিসে ১৯৯৭ সালে রেজিস্ট্রীকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ১৬২৯/১৯৯৭, বুক নং-০১, ভলুম নং-৩৩, পাতা ২১৩-২২০, (যেখানে দুলাল ঘোষ, সুব্রত ঘোষ এবং করুনাময় ঘোষ বিক্রেতা ও চঞ্চল কান্তি পাল এবং উজ্জ্বল কান্তি পাল ক্রেতা), জমির পরিমান কম বেশি ০২ কাঠা ০৯ ছটাক, দলিলের জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, সাবরেজিষ্ট্রী অফিস নৈহাটি, থানা- বিজপুর, হালিশহর পৌরসভার ১৪ নং বিভাগের অন্তর্গত, নবনগর মেন রোডস্থিত, মৌজা-হালিশহর এর সামিল, রে. সা. নং- ৩৭, তৌজি নং-২৪৫৫ এবং ২৪৫৭, জে. এল. নং-০৬, আর. এস. দাগ নং- ৪২৯৫/ ১৯৮৫ এর অন্দরে আর.এস. খাতিয়ান নং- ৪১৫০, সাবেক খাতিয়ান নং-২১৬০ এবং এল.আর. দাগ নং-৬২৯০, যাহার এল. আর. খতিয়ান নং-৪৫৬৬, যাহা আমার মক্কেল শ্রী চঞ্চল কান্তি পাল হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। একটি জি. ডি. ই. ০৪.০৬.২০২৬ তারিখে খড়দা থানায় রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং-৩৯১ এবং একটি হলফনামা (ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলীপুর কোর্টে, যাহার নং- ৪৬০৯৪, তারিখ-০৫.০৬.২০২৬) জমা করেছেন। যদি কোনো ব্যক্তির বা সংস্থার উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লেখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমান সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

শুভ্রজিৎ দত্ত
এ্যাডভোকেট
চুঁচুড়া কোর্ট
মোবাইল নং-৭০০৩৪৩১৭৬১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা অন্নপূর্না কুমার**, স্বামী ৺হরি নারায়ন কুমার, **২)শ্রী গোপীনাথ কুমার**, পিতা ৺হরি নারায়ন কুমার, উভয়ের সাকিম মগরাগঞ্জ, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৪/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-07088/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী অভিষেক ব্যানার্জ্জী** পিতা ৺অমল ব্যানার্জ্জী, সাকিম পটীরপাড়া লেন, বোড়াইচন্ডী লেন, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ২১/০১/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00833/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী পঙ্কজ মন্ডল**, পিতা ৺লক্ষণ চন্দ্র মন্ডল, সাকিম সুকান্তপল্লী হাঁসঘড়া, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়কে ৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা কোলা, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর ১২২ নং দাগ হইতে ১)হাল এল.আর. ৭ নং খতিয়ান হইতে ৩ শতক শালি সম্পত্তি ও ২)হাল এল.আর. ১৭৭ নং খতিয়ান হইতে ৩ শতক শালি সম্পত্তি, একুনে একটি দাগে দুইটি খতিয়ান হইতে মোট ৬ শতক শালি সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী পঙ্কজ মন্ডল**, পিতা ৺লক্ষণ চন্দ্র মন্ডল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী**

Change of Name

I, **RUKSHAR PARVEEN** D/o **TARIK ANSARI**, R/o- Ward No. 04, Panchberia, Jamidar Mahalla, P.O.- Inda, P.S.- Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, Pin- 721305 (W.B), declare as my father's actual / correct name with surname is **TARIK ANSARI** instead of **MD TARIK ANSARI @ DR TARIK ANSARI** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 6702 dated 22/05/2026. **RUKSHAR PARVEEN** D/o **MD TARIK ANSARI @ DR TARIK ANSARI** and **RUKSHAR PARVEEN** D/o **TARIK ANSARI** both are same and identical person.

NOTICE

"Notice is given to all that Smt. Sampa Roy, is the present owner of land measuring about 2.68 Decimal be the same a little more or less comprised in Mouza- Panchpara, J.L. No. 37 appertaining to R.S. & L.R. Dag No. 258 under L.R. Khatian No. 5202 at present L.R. Khatian no. 8421, P.S. Sankrail, with in local limits of Panchpara Gram Panchayat, in the District of Howrah. The Deed being No. 394 for the year 2003, is lost / misplaced from the present owners General Diary was lodged with Nazirgunj I/C Sankrail Police Station, vide G.D.E. No. 942 dated 29-05-2026. Any person having any objection/claim in the above property please contacts the undersigned within 7 days strictly as advised. Biman Kumar Das & Associates Advocates 12/2, Old Post Office Street, Kolkata–700 001. Ph. 033-4003-8952 M:9830238836"

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Sk Alauddin Ali, S/o. Sk Asraf Ali, R/o. Bainchigram (Deoul Pota), Bainchi, Pandua, Hooghly-712135, W.B., do hereby declare that in my educational documents of Madhyamik (Class X - W.B.B.S.E.) Admit, Marksheet, Certificate etc. and in my Aadhaar Card (XXXX XXXX 0538) & also in Voter Card where my Date of Birth has been recorded as 12/05/1995 instead of my correct & actual Date of Birth 12/02/1995 which has been recorded in my Birth Certificate (being regn. No. 899, dtd. 09/08/1995) which I want to rectify in my all documents, vide an affidavit no. 13349, dtd. 04/06/2026, sworn before Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court.

গত 14/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12063 নং এফিডেভিড বলে আমি Sushama Maiti W/o. Jagai Maiti & D/o. Jugal Das, R/o. Sugandhya, Polba, Hooghly-712102, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ডে এবং S.B.I. ব্যাঙ্কের হারিট ব্রাঞ্চের সেভিংস একাউন্টে আমার সঠিক নাম Sushama Maiti-এর পরিবর্তে Lakhsi Maiti লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sushama Maiti ও Lakhsi Maiti W/o. Jagai Maiti & D/o. Jugal Das, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8843 নং এফিডেভিট বলে আমি Raju Ray Chowdhury S/o. Subhash Ray Chowdhury ও Raju Roy Choudhury S/o. S. Roy Choudhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 13593 নং এফিডেভিট বলে আমি Munmun Das (old name), W/o. Sanjib Kumar Das, R/o. 34, Staff Colony, Kesoram Rayon, Raghunathpur, Nayasarai, Mogra, Hooghly-712513, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Munmun Das নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Munmun Das Gayen (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Munmun Das Gayen & Munmun Das W/o. Sanjib Kumar Das, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Somosree Das.

গত 05/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 13437 নং এফিডেভিড বলে আমি Madhuparna Chakraborty, D/o. Moloy Chakraborty & W/o. Bivas Chakraborty, R/o. 221/M, Shibpur 2nd Lane, Tribeni, Mogra, Hooghly-712503, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. No. 5657) আমার পিতার সঠিক নাম Moloy Chakraborty-এর পরিবর্তে Malay Chakraborty লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Moloy Chakraborty ও Malay Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 05/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 13438 নং এফিডেভিড বলে আমি Bivas Chakraborty S/o. Barun Kumar Chakraborty, R/o. J.T.P. Road, Bhattacharjee Para, Baikunthapur, Mogra, Hooghly-712503, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সকল ডকুমেন্টে পিতার নাম Barun Kumar Chakraborty এবং আমার পিতার সকল ডকুমেন্টে পিতার নিজ নাম Barun Chakraborty লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Barun Kumar Chakraborty & Barun Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

I, Mridul Kumar Bandyopadhyay S/o Late Ajit Kumar Banerjee @ Sh. Ajit Kumar Bandyopadhyay R/O - 31, Biswambhar Banerjee Lane, Konnagar, Hooghly, 712235@249201.vide Affidavit (9043) Dated 03.06.2026 in the court of LD Executive Magistrate Serampore court declare that my father Ajit Kumar Banerjee and Sh. Ajit Kumar Bandyopadhyay was the Same and one identical Person. and my correct address is 31, Biswambhar Banerjee Lane, konnagar, Hooghly 712235.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **তাহেরা খাতুন (বেগম)**, স্বামী সেখ আমিরুল ইসলাম, সাকিম বাজে ধান্যহানা, বলরামবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, মহাশয়া বিগত ইং ০৪/০৫/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00024/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী তনয় কান্তি কোলে**, পিতা ৺তারাপদ কোলে সাকিম এনায়েৎপুর, নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, বিগত ইং ২৫/০৬/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস. আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01729/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সাহানাজ বেগম**, স্বামী আরিফ মল্লিক, সাকিম বাকচা (পূর্ব্ব পাড়া), চাঁড়পুর, জাঙ্গিপাড়া, হুগলী-৭১২৭০৬, মহাশয়াকে ০৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা কালুবাটী ভগবতীপুর, ৫৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৫৯ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৪১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৮ শতকের মধ্যে ০.৬২৫০ অংশে ৩১ শতক তন্মধ্যে ০.০৬২৫ অংশে ১৩০৮ বর্গফুট বা ০৩ শতক সম্পত্তি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সাহানাজ বেগম**, স্বামী আরিফ মল্লিক, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এন্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শ্রী তনয় কান্তি কোলে, আমমোক্তার**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, **মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৭ ই জুন, ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ । রবি বার । সপ্তমী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পুরসভাগুলির রাজস্ব সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভাগুলির রাজস্ব সংগ্রহের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এ জন্য ট্রেড লাইসেন্স, সম্পত্তি কর আদায়ের পাশাপাশি বাস স্ট্যান্ড, বাজারসহ পুর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় হোর্ডিং বসানোর স্থান নির্দিষ্ট করে সর্বোচ্চ ফি কী করে সংগ্রহ করা যায়, সে দিকে নজর দেওয়ার কথা ভাবছে রাজ্য। এই রাজস্ব যাতে মাঝপথে কোনও ভাবেই চুরি না হয়, তাও পুরসভাগুলিকে নিশ্চিত করতে হবে বলে কড়া বার্তা পাঠানো হয়েছে রাজ্যের তরফ থেকে। এজন্য এখনই পুর এলাকার অবৈধ হোর্ডিং সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পুরসভাকে তাদের আয়ের সব উৎস চিহ্নিত করে তালিকা দিতে বলা হয়েছে। এই তালিকায় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে কোন খাতে কত টাকা প্রতি মাসে ও বছরে আয় হতে পারে। সম্পদগুলি পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল ইনভেন্টরি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় আনা হবে।

এই প্রসঙ্গে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর জানিয়েছে, প্রতিটি পুর এলাকায় যেমন বেআইনি নির্মাণ রয়েছে, তেমনই পুরসভার অনুমতি ছাড়াই বহু গৃহস্থের বাড়ি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কোথাও গুদাম করা হচ্ছে। অথচ ফায়ার লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স বা অন্যান্য বাধ্যতামূলক সরকারি অনুমোদন নেই। ফলে বহু সময়ে আগুন লাগার মতো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে বিষয়টি সকলের নজরে আসে, শুরু হয় বিতর্ক। অবিলম্বে এই বাড়িগুলি চিহ্নিত করে নোটিস দিতে হবে। প্রয়োজনমতো আইনি পদক্ষেপও করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে দপ্তর। কী ব্যবস্থা নেওয়া হল, প্রতি সপ্তাহে তার অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দিতে হবে সংশ্লিষ্ট পুরকর্তৃপক্ষকে।

এরই পাশাপাশি আয় বাড়াতে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর শহরগুলির গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পার্কিং ফি চালু করার পরামর্শ দিয়েছে। কোথায় পার্কিং হবে, তার ফি কত, সব বিস্তারিত তথ্য,সহ সাইনবোর্ড নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। চালু করতে হবে পার্কিং স্লিপ। সঙ্গে এও পরিকল্পনা করা হচ্ছে যে যাঁরা এই ফি সংগ্রহ করবেন, তাঁদের জন্য ড্রেস কোড চালু করা হতে পারে।

ভিভো ইন্ডিয়া জিসের সহায়তায় বাজারে এল এক্স ৩০০ আল্ট্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভিভো ইন্ডিয়া ভিভো এক্স৩০০ আল্ট্রা'র আনুষ্ঠানিক উন্মোচন ঘোষণা করল। এর মাধ্যমে ভারতে এক্স সিরিজের সর্বাধুনিক ও সেরা ইমেজিং ফ্ল্যাগশিপ ফোনটির আত্মপ্রকাশ ঘটল। শিল্প-সেরা জিস মাস্টার লেন্সের কালেকশনে সজ্জিত এই ডিভাইসটি উন্নত কালার সায়েন্স শক্তিশালী টেলিফটো সক্ষমতা এবং সিনেমাটিক ভিডিও পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে একটি পেশাদার মানের ক্যামেরা সিস্টেম অপটিক্যাল রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটেশনাল ফটোগ্রাফি এবং সিস্টেম-স্তরে অপটিমাইজেশনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের আরও অধিক নিখুঁত ভাবে ছবি তুলতে, কন্টেন্ট তৈরি করতে এবং নিজেদের ভাবনা প্রকাশ করতে সহায়তা করে। এই ডিভাইস দুটি রঙের বিকল্পে পাওয়া যাবে।

বেলুড়ে ডাস্টবিনে আধার-ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড ও দলীয় পতাকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া বেলুড়ের গিরিশ ঘোষ রোড এলাকায় একটি ডাস্টবিন থেকে শনিবার বিপুল পরিমাণ সরকারি নথি এবং রাজনৈতিক দলের পতাকা-ফেস্টুন উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উদ্ধার হওয়া নথিগুলির মধ্যে রয়েছে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড এবং চাকরির আবেদনপত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আছে বলেই জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে বিপুল সংখ্যক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা ও ফেস্টুন।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, রাতের অন্ধকারে ওই নথিপত্র ও সামগ্রী ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে অভিযোগের তির উঠেছে হাওড়া পুরসভার ৬০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সীমা ভৌমিক এবং তাঁর স্বামী দিবাকর চক্রবর্তীর দিকে। যদিও তাঁদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার ছবি ও ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি কীভাবে ব্যক্তিগত হেফাজতে এল এবং পরে কেন তা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হল, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

বিশেষ করে চাকরির আবেদনপত্র, আধার, ভোটার ও রেশন কার্ডের মতো সংবেদনশীল নথি উদ্ধার হওয়ায় তথ্য সুরক্ষা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এই নথিগুলি কেন, কীভাবে সেখানে এল এবং কোনও অপব্যবহার হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও প্রশাসনিকভাবে যাচাই হয়নি। বেলুড় থানার পুলিশের কাছে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের বিশেষ উপস্থাপন সবুজই সোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স বরাবরই সমাজ ও পরিবেশের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে নির্বিচারে বন উজাড়ের ফলে তৈরি ক্ষতি, বিশ্ব উষ্ণায়নের হুমকি এবং পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বের ওপর নেমে আসা সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়। গত কয়েক বছরে তাঁরা 'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আমাদের হাতেই' এবং 'আসুন, বিশ্ব উষ্ণায়নের মূল কারণ খুঁজে বের করে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করি'— এই বার্তাগুলি নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করল। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের অধিকর্তা রূপক সাহা বলেন, এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আমরা ৫ জুন থেকে ৭ জুন পর্যন্ত তিনদিনের একটি বিশেষ কর্মসূচি 'গ্রিন ইজ গোল্ড' এর আয়োজন করেছি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 'একটি গাছ মায়ের নামে' বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জাতীয় প্রতিবন্ধী অধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান রাহুল সাউয়ের।

সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলল নৈহাটি জুটমিলে কর্মহীন প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাঁচা পাটের অভাব এবং কাঁচা পাটের অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলল নৈহাটি জুটমিলে। শুক্রবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকরা মিলের গেটে সাময়িক বন্ধের নোটিস দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আচমকা মিল বন্ধে চরম বিপাকে পড়েন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক। শ্রমিকদের অভিযোগ, কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই মিল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে মিলের গেটে বন্ধের নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছে। অবিলম্বে মিল চালুর দাবিতে এদিন সোচ্চার হলেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। প্রসঙ্গত, মিল কর্তৃপক্ষ সাময়িক বন্ধের নোটিস উল্লেখ করেছে, কাঁচা পাটের প্রচন্ড অভাব দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি অত্যাধিক হারে বেড়েছে কাঁচা পাটের দাম। নোটিসে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, আকাশ ছোঁয়া কাঁচা পাটের দাম বাড়ায় উৎপাদনের খরচের সঙ্গে ব্যাপক তারতম্য দেখা দিয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ভবানীপুরের ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি রাজ্য কমিটির স্বচ্ছ ভারত অভিযানের রাজ্য সহ-আহ্বায়ক নবীন মিশ্র। ছিলেন বেলভিউ ক্লিনিকের সিইও প্রদীপ ট্যান্ডন, শেক্সপিয়র সরণি থানার ওসি অয়ন ভৌমিক, ৬৩ নং ওয়ার্ডের বিজেপি সভাপতি ধনেশ তিওয়ারি সহ অন্যান্যরা। ক্যামাক স্ট্রিট ও পার্ক স্ট্রিট এলাকায় সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় এই উদ্যোগের মাধ্যমে।

এলআইসির ২১ কাঠা জমি জবরদখল করে সুরুচির পুজো বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এলআইসির ২১ কাঠা জমি জবর দখল করে সুরুচি সংঘের দুর্গাপুজো করার অভিযোগ উঠেছে বিশ্বাস ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে। নিজেদের সেই জমি পুনরুদ্ধারের জন্য শনিবার আলিপুর থানার দ্বারস্থ হতে দেখা যায় বিমা সংস্থার আধিকারিকদের। এরপরই খুব স্বাভাবিক ভাবেই সুরুচি সংঘের পুজোর ভবিষ্যৎ এক বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

সুরুচি সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে প্রতিবছর দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। এই পুজো বেশ জনপ্রিয়। সুরুচি সংঘ ক্লাবটি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের বলেই পরিচিত রয়েছে। ইতিমধ্যেই, হেনস্তা, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ স্বরূপকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরপরই সুরুচি সংঘ ক্লাবে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। এই আবহে এলআইসির অভিযোগ, বহু বছর ধরে তাদের ২১ কাঠা জমি জবরদখল করে রেখেছে বিশ্বাস ব্রাদার্স। সেই জমিতেই হয় সুরুচি সংঘের দুর্গাপুজো। জমিটি সম্পূর্ণ ঘিরে সেখানে বেআইনিভাবে ক্লাব তৈরির অভিযোগ উঠেছে। এবার সেই জমি পুনরুদ্ধার করতে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন বিমা সংস্থার আধিকারিকরা। এই নিয়ে আলিপুর থানার দ্বারস্থ হন তাঁরা।

এদিন এলআইসির আধিকারিকরা জানান, এর আগে একাধিকবার জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছিল। এই নিয়ে আদালতেরও দ্বারস্থ হয়েছিল এলআইসি। কিন্তু সেই চেষ্টা বিফলে যায়। জমি ফেরত পায়নি এলআইসি। এই জমিতেই বেআইনি নির্মাণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন বিমা সংস্থার আধিকারিকরা। তিনতলা এই বাড়িতে রয়েছে একাধিক বেডরুম। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে তাদের জমিতে এই ধরনের নির্মাণ হয়েছে বলে জানান এলআইসির আধিকারিকরা।

তবে এখনও পর্যন্ত পুজো বন্ধ হওয়ার বিষয়ে কোনও সরকারি ঘোষণা বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসেনি। সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের মতে, বিষয়টি প্রশাসনিক ও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগোবে। ফলে দুর্গাপুজোর আয়োজনের উপর তার কী প্রভাব পড়বে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, নিউ আলিপুরে 'বিশ্বাস ব্রাদার্স'এর ক্লাব সুরুচি সংঘে শুক্রবারই ভাঙচুর চালিয়েছিলেন স্থানীয়রা। আর শনিবার সকালে সেই ক্লাবে পড়ে পোস্টার। তাতে লেখা - 'বিশ্বাসে অরুচি, তাই বন্ধ হবে সুরুচি', 'নিয়ম মেনে হবে পুজো, বিশ্বাসরা হবে সোজা', 'ভিআইপি কালচার নিপাত যাক, সুরুচি নিউ আলিপুর অধিবাসীদের থাক'। তার মধ্যেই আজ সামনে এল এই জবরদখল কাণ্ডের খবরটি।

সুরুচি সংঘ নিয়ে অভিযোগের তালিকা এখানেই শেষ নয়, বিশ্বাস ব্রাদার্সের সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে আরও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ঘুরপথে এই ক্লাবে সরকারি জিনিসপত্র আমদানি হত বলেও অভিযোগ। ওই ক্লাবঘরের সঙ্গে থাকা আরেকটি ঘরে রাশি রাশি সরকারি জল 'প্রাণধারা'র বোতল পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া ত্রাণ দেওয়ার জন্য রাশি রাশি শাড়িও পাওয়া গিয়েছে। এসব দেখে স্থানীয়রা ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন। ক্লাবে বেডরুম থাকা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৭ জুন ২০২৬, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, রবিবার

টিবি নির্মূলে রাজ্যজুড়ে অভিযান

■ টিবি নির্মূলে রাজ্যজুড়ে বিশেষ অভিযান শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যদামুক্ত ভারত অভিযানের অংশ হিসেবে শনিবার নবান্ন সংলগ্ন সভাঘরে সাংসদ, বিধায়ক, চিকিৎসক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যদা নির্মূলকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে রোগী শনাক্তকরণ, দ্রুত চিকিৎসা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন, স্বাস্থ্যকর্মী এবং জনপ্রতিনিধিদের সমন্বিত উদ্যোগে এই অভিযানকে সফল করার আহ্বান জানান তিনি। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, কেন্দ্র সরকারের 'যদামুক্ত ভারত' কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্যজুড়ে নিবিড় নজরদারি, স্ক্রিনিং এবং চিকিৎসা পরিষেবা আরও জোরদার করা হবে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় সম্ভাব্য রোগীদের চিহ্নিত করতে ব্লকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, দেশ থেকে যদা নির্মূলের লক্ষ্যে ২০২২ সালে 'যদামুক্ত ভারত' অভিযান শুরু হয়। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই পশ্চিমবঙ্গে এবার নতুন করে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হল। প্রশাসনের আশা, জনপ্রতিনিধি, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে রাজ্যে যদা প্রতিরোধ ও নির্মূলের কাজ আরও গতি পাবে।

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সমীক্ষার নির্দেশ

■ রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে নামল সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর। জেলার প্রতিটি ব্লক ও পুরসভা এলাকায় সমীক্ষা চালিয়ে স্বীকৃত, অনুদানপ্রাপ্ত, অনুদানবিহীন থেকে শুরু করে অনিবন্ধিত মাদ্রাসাগুলির তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা শাসকদের। আগামী ৫ জুলাইয়ের মধ্যে জেলা-ভিত্তিক রিপোর্ট নবান্নে জমা দিতে বলা হয়েছে। শুক্রবার সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলার আওতায় থাকা সমস্ত ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির অবস্থান, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, শিক্ষার ধরন, পরিকাঠামো, প্রশাসনিক কাঠামো এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, শিক্ষা পরিকল্পনা, শিশু কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার তৈরির লক্ষ্যেই এই সমীক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি কোনও ধরনের অনিয়ম বা বেআইনি কার্যকলাপ থাকলে তা চিহ্নিত করতেও এই তথ্য সহায়ক হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সমীক্ষাকে ঘিরে যাতে কোনও বিভ্রান্তি না তৈরি হয়, সে জন্য দপ্তর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে। এই নির্দেশিকার ভিত্তিতে কোনও মাদ্রাসা বন্ধ করা, ছাত্রছাত্রীদের স্থানান্তর করা বা অন্য কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ আপাতত নেওয়া হবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি চলতি শিক্ষাবর্ষে তাদের স্বাভাবিক শিক্ষাকর্ম চালিয়ে যেতে পারবে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসার একটি পূর্ণাঙ্গ ও হালনাগাদ ডেটাবেস তৈরির উদ্যোগ এর আগে এত বিস্তৃত পরিসরে নেওয়া হয়নি। সেই কারণে স্বীকৃত ও অনিবন্ধিত; উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের নির্দেশকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। সমীক্ষার ফলাফল হাতে এলে রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান চিত্র আরও স্পষ্ট হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।

এলঅ্যান্ডটির শীর্ষ কর্তার সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

বাংলায় শিল্প বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের অন্যতম বৃহৎ পরিকাঠামো সংস্থা লারসেন অ্যান্ড টুব্রোর (এলঅ্যান্ডটি) চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এন সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতা বিমানবন্দরে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন, বৃহৎ বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে শুভেন্দু জানান, প্রায় ৩০ মিনিটের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে। শিল্প বিকাশের জন্য শক্তিশালী পরিবেশ গড়ে তোলা, বৃহৎ বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের

সুযোগ তৈরির বিষয়গুলি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং দেশের শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতা রাজ্যের অর্থনীতিতে নতুন গতি আনতে পারে। সেই লক্ষ্যেই শিল্পপতিদের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ ও যোগাযোগ বজায় রাখা হচ্ছে বলেও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর শিল্পায়নকে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেছে নতুন প্রশাসন। এর মধ্যেই দেশের প্রথম সারির শিল্প সংস্থার প্রধানের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক ও শিল্প মহলের একাংশ। তাদের মতে, শিল্প বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রশ্নে আগামী দিনে রাজ্য সরকারের অবস্থান এবং উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে এই বৈঠক। যদিও বৈঠকে কোনও নির্দিষ্ট বিনিয়োগ প্রস্তাব বা প্রকল্প ঘোষণা করা হয়নি। তবে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা এবং বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট থেকে ইঙ্গিত মিলেছে।

'তৃণমূল কংগ্রেস ভাঙারই ছিল, ভাঙছে'

তৃণমূলের বিভাজন নিয়ে কটাক্ষ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলের অভ্যন্তরের অশান্তি ও বিভাজনকে তীব্র ভাষাতে শনিবার কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সাম্প্রতিক রাজ্যের তৃণমূলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ভাঙারই ছিল, তাই সর্বত্র ভাঙছে। ভাঙনটা বড় এবড়োখেবড়ো, ভাঙার একটা বিজ্ঞান আছে, ভাঙন শিখতে হয়, অপরূপভাবে ভাঙা, গড়ার চেয়েও মূল্যবান হয় কখনও সখনো। যদিও দূর দূর পর্যন্ত এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। মতাদর্শহীন, লক্ষ্যভ্রষ্ট একটি গোষ্ঠী যদি নিজেদের রাজনৈতিক দল বলে পরিচয় দেয়, তারা এভাবেই ভেঙে যায়। এটা সর্বকালের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

এরপর বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের নেতারা সম্পর্ক রাখছে, এই প্রসঙ্গে শমীক বলেন, 'আমরাতো কোনও ব্যান্ড পার্টি, হরিনাম সংকীর্তনের দল নই। আমরা রাজনৈতিক দল। আমাদের রাজনৈতিক রুচিবোধ আছে। দিকভ্রান্ত কিছু মানুষ যদি এদিক, ওদিক ঘোরাফেরা করেন, ফোন করেন। সেই ফোন ধরাটাও একটা ভদ্রতা। যেমন বাড়িতে কেউ দেখা করতে এলে তাকে বসানো, চা খাওয়ানো উচিত, কেউ যদি এটা করে থাকেন, অন্যায় কিছু করেননি। তবে এটা ভেবে নেওয়ার কারণ নেই, তাদের বিজেপি নিয়ে নেবে, দরজা খুলব না আমরা, দাবি করেন তিনি।

শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে ভাঙড়কে কেন্দ্র করে রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংঘাত এবং তৃণমূলের ভূমিকার সমালোচনার ইঙ্গিত দেখছেন পর্যবেক্ষকরা। যদিও এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি তৃণমূলের ভাঙন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তরজা তীব্র হয়েছে। সেই আবহেই শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে জমি জবরদখলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে রোগীদের চাপ অত্যাধিক। মূলত, শ্রমিক মহল্লার গরিব মানুষেরাই চিকিৎসা পরিষেবা পেতে এই হাসপাতালে ছুটে আসেন। জগদ্দল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের পাশেই সুবিশাল মাঠ রয়েছে। যেখানে এলাকার ছেলেরা খেলাধূলা করে। অভিযোগ, টিকিট কাউন্টারের সন্নিকটে হাসপাতাল মাঠের বেশি কিছু জমি দখল করে বসতি গড়ে উঠেছে। জবর-দখল হটাতে একাধিকবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে নোটিস জারি করা হয়েছে। অথচ কিছুতেই সেই জমি দখল মুক্ত করা যাচ্ছে না। প্রসঙ্গত, শুক্রবার বেলার দিকে হাসপাতাল সুপার মিজানুল ইসলাম এবং বিধায়ক প্রতিনিধি পিন্টু সিং হাসপাতাল মাঠের শেষপ্রান্তে গিয়ে জবর-দখল অংশ পরিদর্শন করেন। গজিয়ে ওঠা বস্তির বাসিন্দাদের তাঁরা অবিলম্বে জায়গা খালি করার নির্দেশ দেন। এপ্রসঙ্গে হাসপাতাল সুপার মিজানুল ইসলাম বলেন, মাঠের শেষপ্রান্ত দখল করে কিছু মানুষজন বসবাস করছেন।

সরকারি জমি খালি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নোটিস বোর্ড ওরা খুলে ফেলে দিয়েছে। সুপার আক্ষেপের সুরে বলেন, হাসপাতালের জমি দখল হয়ে গেলে ভবিষ্যতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। সুপার আরও জানান, ইতিমধ্যেই তাঁরা বিষয়টি ভাটপাড়া পুরসভা এবং জগদ্দল থানায় জানিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে দখলদারদের সরে যেতে বলা হয়েছে। সমস্যা তুলে ধরে হাসপাতাল সুপার মিজানুল ইসলাম বলেন, এই মুহূর্তে ৪০ কেভির বৈদ্যুতিক সংযোগ চলছে। ওটি বেড়েছে। হাসপাতাল কম্পিউটারাইজ হয়েছে। এমনকী এসি চলছে। তাই বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে বলা হয়েছে ১৬৯ কিংবা ২৫৬ কেভির সংযোগ দরকার। তাছাড়া ফায়ার সিস্টেম সচল রাখতে বড় মাপের আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার গড়তে হবে। তাঁর পরিকল্পনা, হাসপাতালের অনেক জমি পড়ে রয়েছে, সেখানে মেডিক্যাল কলেজ কিংবা নার্সিং ট্রেনিং স্কুল করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সুপারের কথায়, সরকারি সম্পত্তি ফেলে না রেখে, সেই সম্পত্তিকে ব্যবহার করা উচিত।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চাননি, সোনারপুর হামলার পর রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোনারপুরে হামলার ঘটনার পর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়েছেন বলে যে জল্পনা ছড়িয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। শনিবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি জানান, হামলার পর গত সাত দিনে তিনি নিজের

জন্য কোনও অতিরিক্ত নিরাপত্তা দাবি করেননি।

অভিষেকের আরও দাবি, তাঁর উপর হামলার ঘটনা কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় সরকারের নজরদারির মধ্যেই ঘটেছে। তাই কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে দুই সরকারেরই জবাবদিহি করা উচিত। একইসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের একাংশে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চাওয়ার খবরকে তিনি 'সত্য থেকে বহু দূরের' বলে দাবি করেন। পোস্টে তিনি রাজ্যের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অভিষেকের অভিযোগ, গত এক মাসে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধ, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যার অনেকগুলিই পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়নি। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই নতুন সরকারের প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার বন্ধের আহ্বান জানিয়ে তিনি কেন্দ্র ও রাজ্যের নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। রাজ্যের নাগরিকদের নিরাপত্তা, প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা এবং প্রকৃত তথ্য জানার অধিকার রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তৃণমূলের এই শীর্ষ নেতা।

সই-তালিকা প্রকাশ করে মুছলেন শোভনদেব, তৃণমূলের অন্দরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভার অলিন্দে বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের টানাপোড়েন নতুন মাত্রা পেল। শনিবার 'মমতা তৃণমূল'-এর দলীয় পরিষদীয় নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তৃণমূল বিধায়কদের উপস্থিতি ও স্বাক্ষর-সংবলিত কিছু নথি প্রকাশ করেন। যদিও সূত্রের খবর সেই চ্যাট কিছুক্ষণের মধ্যেই মুছে ফেলায় ফের নতুন করে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

প্রকাশিত চ্যাট অনুযায়ী, শোভনদেব ৬ মে কালীঘাটের ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ৬৭ জন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। ওই তালিকায় বিভিন্ন বিধায়কের স্বাক্ষর, বিধানসভা কেন্দ্রের নাম এবং বৈঠকের তারিখ উল্লেখ ছিল। নথিতে আরও দাবি করা হয়, ওই বৈঠকে বিরোধী দলনেতা, উপদলনেতা এবং মুখ্যসচেতক নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়। সেখানে সভার সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম অনুমোদিত হয়।

শোভনদেবের দাবি, ১৯ মে অনুষ্ঠিত আরেকটি বৈঠকের নথিতেও ৫৯ জন বিধায়কের সমর্থন ও স্বাক্ষর রয়েছে। তবে এই স্বাক্ষরগুলির সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক

ঋতব্রত ব্যানার্জি এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহা। তাঁদের অভিযোগ, কয়েকজন বিধায়কের স্বাক্ষর জাল করে বিধানসভার স্পিকারের কাছে নথি জমা দেওয়া হয়েছিল।

এই অভিযোগের তদন্ত ইতিমধ্যেই সিআইডি করছে। তদন্তকারীরা কয়েকজন বিধায়কের হাতের লেখার নমুনাও সংগ্রহ করেছেন। এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়, পরবর্তীতে বিধানসভার স্পিকার ওই বহিষ্কারকে অবৈধ বলে জানান। এরপর ৫৯ জন বিধায়কের সমর্থনের ভিত্তিতে ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

শোভনদেবের প্রকাশিত নথি প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ঋতব্রত বলেন, তদন্ত চলায় তিনি বিস্তারিত মন্তব্য করতে চান না। তবে ফরেন্সিক পরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট দিনের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন বিশ্লেষণ করলে প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে বলেই তাঁর দাবি। পাশাপাশি প্রকাশিত নথি আদৌ বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবপত্র কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তৃণমূলের অন্দরে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, শোভনদেবের এই পদক্ষেপের পর তা আরও জোরালো হয়েছে। এখন রাজনৈতিক মহলের নজর তদন্তের অগ্রগতি এবং তার ফলাফলের দিকেই।

বাংলায় বৃষ্টির নেপথ্যে ঘূর্ণাবর্ত, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার সকাল থেকেই কলকাতা ও শহরতলিতে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়, এর জেরে কয়েকধাপ নেমেছে তাপমাত্রার পরিমাণও। তবে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরম থেকে সহজে রেহাই মিলবে না। আর আগামী এক সপ্তাহে বাংলার আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ১২ জুন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি চলবে। কেরলম দিয়ে দক্ষিণ ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা প্রবেশ করেছে। তবে বাংলায় এই মুহূর্তে যে বৃষ্টি হচ্ছে তা বর্ষার বৃষ্টি নয়। এর নেপথ্যে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। আর পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের পূর্ব দিকে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ এবং সংলগ্ন বিহারের উপর আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে

প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। তাই ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাংলায়। শনিবার সকাল থেকেই ভিজেছে কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান জেলায়। এই জেলাগুলিতে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতাও। সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে এও জানানো হয়, সন্ধ্যায় বৃষ্টি বাড়বে দুই ২৪ পরগনায়। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে যে, রবিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমানে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনায়। হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বইবে ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া।

শনিবার বৃষ্টি হয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুরে। আজ রবিবারও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত এবং ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে এই জেলাগুলিতেই। সোমবার থেকে যে সপ্তাহ শুরু হচ্ছে, তাতেও হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে উত্তরের জেলাগুলিতে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে বৃষ্টি বাড়বে সোমবার। ওই দিন ভারী বৃষ্টি হবে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলায়। জারি রয়েছে কমলা সতর্কতা। হলুদ সতর্কতা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পঙে।

বিধাননগর পুরবোর্ড ভেঙে দিল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: গত বৃহস্পতিবারই বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তৃণমূলের কৃষ্ণা চক্রবর্তী। আর মেয়র পদত্যাগ করার পর এবার পুরবোর্ড ভেঙে দিল প্রশাসন। রাজ্যের রাজ্যপালের অনুমতিক্রমে রাজ্যের পুর দপ্তরের তরফে জারি করা একটি নির্দেশিকায় জানানো হয় যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিধাননগর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপাল অ্যাক্ট, ২০০৬ এর আওতায় ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। নোটিস জারি করার মুহূর্ত থেকে এই নির্দেশ কার্যকর হবে। আর পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ায় যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক ও নাগরিক পরিষেবার কাজ চালিয়ে যেতে কমিশনার নিয়োগ করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। আপাতত, আগামী ৬ মাস পুরসভার কাজকর্ম সামলাবেন সংশ্লিষ্ট কমিশনার, যতদিন না পর্যন্ত পুরনির্বাচন সম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পদ ছাড়েন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন তিনি। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিধাননগরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করে ইডি। এরপর তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হন বিধাননগরের একাধিক কাউন্সিলর। এরপরে বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। পদত্যাগপত্র পাঠানোর পরে তিনি বিধাননগর পুরসভাতেও যান। পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছি। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ বা কারও উপরে অভিমান নেই। বিধাননগরের মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

কৃষ্ণা চক্রবর্তী ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই কাঁধে ড্রাম ভর্তি গঙ্গাজল নিয়ে সেখানে হাজির হন বিজেপি কর্মী তথা করুণাময়ী ৩২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সঞ্জয় পয়রা। প্রথমে গঙ্গাজল ছেটান তিনি, তারপর জল ঢেলে পরিষ্কার করতে শুরু করেন। সঙ্গে এও জানান, 'আমাদের মহানাগরকি কৃষ্ণা চক্রবর্তী ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন বলে দেখলাম। তবে আমার তো মনে হয় দুর্নীতির কারণে।'

অন্যদিকে শুক্রবারই কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। ফলে এবার প্রশাসন কলকাতা পুরসভা নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেই দিকে নজর থাকবে সকলের।

সম্পাদকীয়

থ্রেট কালচার শেষ হোক, ফের স্বমহিমায় ফিরুক টলিউড

পালাবদলের পর গোটা রাজ্যের মতই খুশির হাওয়া টলিপাড়াতেও। হঠাৎই যেন জেগে উঠেছে টলিউড। ক্ষ্মব্যানক্ষ্ম, ক্ষ্মথ্রেট কালচারক্ষ্ম-এর অন্ধকার দিন পেরিয়ে জাগছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। তারকা থেকে অখ্যাত শিল্পী, কলাকুশলী থেকে সাধারণ কর্মী, সবার মধ্যে ফুরফুরে মেজাজ। যা ছড়িয়ে পড়েছে স্টুডিও পাড়ার কোণে কোণে। এতদিনের গুমোট, দমবন্ধ করা পরিস্থিতিটাই রাতারাতি বদলে গিয়েছে। গত এক দশকে সরকার স্পনসর্ড এক নীরব সন্ত্রাস দেখেছে টলিউড। শাসক দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের হাত মাথায় নিয়ে গোটা টলিউডের দখল নিয়েছিল রাজ্যের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী মন্ত্রী ও তাঁর পরিবার। ওই পরিবারই হয়ে উঠেছিল বাংলা ছবির ভাগ্যবিধাতা। তাদের ইচ্ছেতেই তৈরি হয়েছে ছবি, তাদের অঙুলি হেলনেই ক্ষ্মরোলক্ষ্ম জুটেছে শিল্পীদের, কাজ পেয়েছেন টেকনিশিয়ানরা। এক কথায় তাদের খুশি রাখতে পারলে আপনি আছেন, নয়তো আপনি নেই। এটাই ছিল টলিউডের অলিখিত বিধি। যে বা যারা এদের বিরুদ্ধে সামান্য আওয়াজ তুলেছেন বা প্রতিবাদ করেছেন, তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্ষ্মব্যানক্ষ্ম। ব্যস, আর কাজ জুটবে না টলিউডে। ক্ষ্মবিশ্বাসক্ষ্মদের ফতোয়ার পর কে কাজ দেবে, টলিপাড়ায় কার ধড়ে কটা মাথা ছিল! এটাই ছিল গত এক দশকে টলিউডের ছবি। সেই ছবিটাই এবার বদলাতে চলেছে। নির্বাচনে হেরে আপাতত ক্ষ্মনিখোঁজক্ষ্ম টলিউডের অলিখিত অভিভাবক সেই প্রভাবশালী মন্ত্রী। টলিপাড়ায় ক্ষ্মথ্রেট কালচারক্ষ্ম-এর মূল পাণ্ডা আপাতত পুলিশের জালে। ক্ষ্মছোট বিশ্বাসক্ষ্ম-এর গ্রেফতারির পর তাই উল্লাশে ফেটে পড়েছে গোটা টলিউড। এই আবহে সবার এখন একটাই কামনা, অন্ধকার দিন পেরিয়ে এবার নতুন সংস্কৃতির জন্ম হোক বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। স্বমহিমায় ফিরুক বাংলার ও বাঙালির গর্বের বাংলা ছবি। দলমত৷ রাজনীতি সরিয়ে রেখে শুধু যোগ্যতা ও প্রতিভাই হোক মাপকাঠি। সবচেয়ে বড় কথা, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা থাকুক আর্টিস্ট ও টেকনিশিয়ান হাতেই, রাজনীতিক-সহ যে কোনও বহিরাগত অযাচিত হস্তক্ষেপ সেখানে বন্ধ হোক।

শব্দছক ১৮১

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. দানের বিনিময় সৌজন্য ৪. সম্মেলক-এর ইংরাজী শব্দ ৬. প্রাণ ৭. স্বস্থানে বিরাজমান ৯. একই ভাবধারায় আবদ্ধ ১১. অন্ধকার ১৪. নফর ১৬. প্রচুর বাতাসের আনাগোনা ১৯. মুন্সিয়ারির অদূরে এক হিমবাহ ২০. মূল্য ২১. নির্ভয় ২২. যা দোহনের উপযুক্ত

ওপর-নিচ: ১. শুঁয়াপোকার থেকে উন্নীত ২. দুই ও চারের মধ্যবর্তী ৩. নয়-এর স্থানে বিরাজ ৪. দক্ষিণ গোয়ার এক রানী বিচ ৫. কার্যোদ্ধর ৮. অম্লহীন দশা ৯. গরম থেকে ঠান্ডা হতে দুধের আস্তরণ ১০. পথচলনকারী ১২. সখ্যতা ১৩. নারী জাতি ১৪. ধান থেকে নির্গত শস্য ১৫. রক্তে মাখামাখি ১৬. গুড়-চিনিতে প্রস্তুত দেব প্রসাদ ১৭. রস-সম্বলিত ১৮. ভারী রকমের মোটামুটি শরীর ২০. যিনি দান করেছেন বা করে থাকেন

সমাধান ১৮০ — পাশাপাশি: ১. অলস ৩. বেলপাতা ৫. মক্ষিকা ৬. পাকা ৭. রণপোত ৯. লালসা ১০. রণপা ১২. দরকার ১৪. বন ১৫. দয়িতাৎ ১৭. দিব্যজ্ঞান ১৮. ললিতা

ওপর-নিচ: ১. অরি ২. সমকাল ৩. বেকার ৪. তাপিত ৬. পালাকার ৮. পোলাপান ১১. নবতাল ১২. দরদি ১৩. রদন ১৬. মাতা

আজকের দিন

■ **১৯৬৫** — মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট গর্ভনিরোধক নিষিদ্ধকারী একটি আইন বাতিল করে।

■ **১৯৭১** — সোভিয়েত স্যালুট ১-এর সাথে ডক করার পর সয়ুজ ১১- এর ক্রুরা কক্ষপথে প্রথম আরোহণকারী হয়েছিলেন

■ **১৯৭৫** — ইংল্যান্ড সর্বপ্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপের আয়োজন করে।

জন্মদিন

১৯৭৪ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় মহেশ ভূপতির জন্মদিন।*

১৯৭৫ *বিশিষ্ট চিত্র প্রযোজক একতা কাপুরের জন্মদিন।*

১৯৭৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দীপ দাশগুপ্তর জন্মদিন।*

মহেশ ভূপতি

বিশ্বনেতা 'মোদী দ্য লেজেন্ড'

প্রদীপ মারিক

সন্ত্রাসবাদ, কেবল ব্যাধি নয় এটা মানবতার শত্রু। এই মানবতার শত্রুকে উৎপাটিত করতে গেলে সমগ্র বিশ্বকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবতে হবে। পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ গণতন্ত্রের পূজারী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীর স্বপ্নাতীত ইচ্ছা এক পৃথিবী, এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত যা সমগ্র বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদ নামক শব্দটাই তৃণমূল স্তর থেকেই উৎপাটিত করতে পারবে। বিশ্বনেতা মোদি বিশ্ব দরবারে বার বার এই কথাই বিশ্ববাসীকে জানিয়ে এসেছেন। পাঁচ দেশীয় বিদেশ সফর করছেন মোদি। তিনি রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক আলোচনার সঙ্গে বিশ্বশান্তির কথা সবার আগে তুলে ধরেন। তিনি প্রথমেই পৌঁছলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের আঁচ পড়েছে আমিরশাহীতে। এই আবহে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত পার্টনারশিপের বাড়ানোর কথা পর্যালোচনা করা হয়েছে। যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। গত ২৫ বছরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক পার্টনার এবং সপ্তম বৃহত্তম বিনিয়োগের উৎস হিসেবে রয়েছে। উপসাগরীয় এই দেশটিতে বসবাসকারী ৪৫ লক্ষেরও বেশি ভারতীয়র কল্যাণের বিষয়টিও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে এখনো ভয়াল যুদ্ধের আঁচ। আমেরিকা-ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট। বন্ধ হরমুজ প্রণালী। যার জেরে বিভিন্ন দেশে পেট্রোপণ্য সরবরাহ স্তব্ধ। এই আবহে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সঙ্গে জ্বালানি মজুত নিয়ে মৌ স্বাক্ষর করল ভারত। মোদির সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফরে এই চুক্তি সম্পন্ন হল। এছাড়া প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব ও বাণিজ্য নিয়েও চুক্তি করল দুই দেশ। মোদি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সেই বৈঠকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। আর সেই বৈঠকেই দুই দেশের মধ্যে এলপিজি সরবরাহ এবং কৌশলগত পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ভারতীয় পরিকাঠামো, আরবিএল ব্যাঙ্ক ও সম্মান ক্যাপিটালে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নিয়েও চুক্তি হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে সবচেয়ে বড় সাফল্য হল এই চুক্তি স্বাক্ষর। কারণ, এই জ্বালানি সহযোগিতা এমন এক সময়ে এসেছে যখন হরমুজ প্রণালী অবরোধের কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট আরও তীব্র হয়েছে। ইরান বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী দিয়ে সামুদ্রিক যান চলাচল বন্ধ করে রেখেছে। উপরন্তু, ইরানের বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ অবরোধ উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আবুধাবিতে প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনা চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, 'ভারত সব পরিস্থিতিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য ভারত সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে।' ইজরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইরান ডড্ঙক্ক-তে হামলা চালায়। এদিন তারও নিন্দা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। হরমুজ প্রণালী মুক্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মন্তব্য করে বলেছেন, আন্তর্জাতিক আইনকে শ্রদ্ধা করা দরকার।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফর করেই নেদারল্যান্ডসে পৌঁছান মোদি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেদারল্যান্ডস সফরের মধ্যেই ভারতের হাতে ফিরল এক ঐতিহাসিক সম্পদ। সফরের দিনই ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হল এক হাজার বছরেরও বেশি পুরনো চোল যুগের আনাইমঙ্গলম তাম্রলিপি। এই ঐতিহাসিক তাম্রশিলালিপি দীর্ঘদিন ধরে নেদারল্যান্ডসের দখলে ছিল এবং সংরক্ষিত ছিল লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তাম্রলিপিগুলিকে 'লাইডেন প্লেটস' নামেও চেনে বিশ্ব। মোট ২১টি বড় এবং ৩টি ছোট তাম্রপত্র নিয়ে তৈরি এই শিলালিপিতে তামিল ভাষায় চোল সাম্রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস, প্রশাসনিক তথ্য ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইতিহাসবিদদের মতে, দক্ষিণ ভারতের চোল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বোঝার ক্ষেত্রে এই তাম্রলিপির গুরুত্ব অপরিসীম। মোদি নেদারল্যান্ডে প্রবাসী ভারতীয়দের একটি সভায় বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, ডিজিটাল অগ্রগতি ও বিশ্বের দরবারে দেশের ক্রমবর্ধমান সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। মোদি যেমন বিশ্বনেতা তেমন ই তার বিশ্বজয়ের শব্দপ্রয়োগ বিশ্ববাসীকে আকৃষ্ট করে। বাংলায় ভোটপ্রচারে এসে ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন তিনি। সেই নিয়ে বেশ হইচই হয় ভোটমুখী বঙ্গে। নেদারল্যান্ডসে ভাষণ দিতে গিয়েও প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখানেও কি ঝালমুড়ি পৌঁছে গেছে?' তার এই কথায় নেদালন্ডবাসীর করতালির মূর্ছনা বুঝিয়ে দেয় মোদি'ই বিশ্বনেতা। নেদারল্যান্ড সফরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল প্রধানমন্ত্রী রব জেটেনের সঙ্গে বৈঠক। আলোচনায় বসেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়াতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে এই বৈঠকে। আগামী চার বছরে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগোবে কোন পথে, সেই নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। মোট ১৭টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, সেমিকন্ডাক্টর, এআই, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, মেরিটাইম সিকিয়োরিটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিনিয়োগ, নিয়োগ, সাপ্লাই সংক্রান্ত বিষয়ে দুই দেশের আদানপ্রদান আরও বাড়বে বলে বিদেশমন্ত্রক জনায়। চাকরিজীবীদের জন্য ভিসানীতি আরও সহজ করবে নেদারল্যান্ডস। ইন্টার্নশিপ-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতীয় পড়ুয়ারা গুরুত্ব পাবে। গুজরাটের ধোলেরায় সেমিকন্ডাক্টর প্রজেক্টে পাশে থাকবে নেদারল্যান্ডস। অন্যান্য প্রকল্পগুলিতেও সাহায্য করবে।

নেদারল্যান্ড থেকে সুইডেনের গোথেনবার্গে হোটেলে পৌঁছনোর পর প্রবাসী বাঙালিরা পিতলের বরণডালা, উলুধ্বনি এবং বাঙালি ঐতিহ্যের নানা রীতিতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। এই অভ্যর্থনা দেখতে উপস্থিত ছিলেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসনও। মোদিও সেই আবেগ প্রকাশ করতে ভুললেন না। নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে বাংলায় লিখে তিনি জানান, বাঙালি সংস্কৃতির জনপ্রিয়তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, সুইডেনও তার বাইরে নয়। এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বাঙালির গৌরবময় সংস্কৃতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সুইডেন সরকার মোদিকে সম্মানিত করছে 'Royal Order of the Polar Star'-এ, যা দেশটির সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান (Sweden honour Modi) এবং সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের প্রধানদেরই দেওয়া হয়। মোদি হলেন এশিয়ার প্রথম একজন বিশ্বনেতা যাঁকে এই সম্মানে সম্মানিত করা হল। এই পুরস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৪৮ সালে। সুইডেনের সরকারি বিবরণ অনুযায়ী, জনজীবনে বিশেষ অবদান, সরকারি দায়িত্বে সাফল্য এবং দেশের স্বার্থে কাজের স্বীকৃতি হিসেবেই দেওয়া হয় এই সম্মান। বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের ক্ষেত্রে এটি আরও বিশেষ মর্যাদা বহন করে। এই সম্মান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে মোদির প্রাপ্ত সম্মানের সংখ্যা দাঁড়াল ৩১-এ। প্রবাসী বাঙালিদের হৃদয়ছোঁয়া আয়োজন আর সুইডেন সরকারের দেওয়া সম্মান- দুয়ে মিলিয়ে মোদির এই সফর সাক্ষী থাকল এক বিরল কূটনৈতিক মুহূর্তের। সুইডেনের জাতীয় সংরক্ষণাগারে সংরক্ষিত রাবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের হাতে লিখে রাখা দুটি কবিতার অনুলিপি মোদিকে উপহার হিসেবে দেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী। ১৯১৩ সালে সাহিত্য নোবেলজয়ী রবি ঠাকুরের এই রচনা দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনের এক মূল্যবান স্মারক। এই উপহার সুইডেন ও ভারতের দীর্ঘদিনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রতীক হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে। পাঁচ দেশ সফরের চতুর্থ পর্যায়ে মোদি নরওয়ের রাজধানী অসলোয় পৌঁছান। সেখানে তিনি নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জনাস গড় স্টোরের সঙ্গে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে বসেন। উভয় নেতা ভারত- নরওয়ে সম্পর্ক কে পরিবেশ বান্ধব কৌশলগত অনশিদারিত্বের সম্পর্কে উন্নীত করার বিষয়ে সহমত হন। বৈঠকে দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিক খতিয়ে দেখে , বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, অর্থনীতি, পুনরনবিকরন যোগ্য শক্তি, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি , কৃত্রিম মেধা ও মহাকাশ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করতেও সহমত পোষণ করেছেন। বৈঠকের পরে দুই নেতা এক যৌথ প্রেস বিবৃতি দেন। মোদি বলেছেন, গত বছর তাঁর নরওয়ে সফরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পহেলগামে জঙ্গি হামলার দরুন তা বাতিল করতে হয়। সংকটের সেই সময়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এ ভারতের পাশে থাকার জন্যে তিনি নরওয়ে কে ধন্যবাদ জানান এবং একে প্রকৃত বন্ধুত্বের প্রতিফলন হিসেবেও অভিহিত করেন। ভারত এবং EFTA বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অনশিদারিত্ব চুক্তি , যা গত বছর কার্যকর হয়েছে, তাকেও স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী। ভারত , প্রশান্ত মহাসাগরীয় উদ্যোগে সামিল হওয়ার নরওয়ের সিদ্ধান্তেও সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। দু দেশের প্রধানমন্ত্রী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়েও মত বিনিময় করেন। এই সফরে প্রধানমন্ত্রী তৃতীয় ভারত-নর্ডিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড এবং সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে তৃতীয় ভারত নর্ডিক শিখর সম্মেলনে যোগদান করে। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, পুননবীকরণযোগ্যে ও পরিবেশবান্ধব শক্তি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। ভারত থেকে ৪৩ বছর পর এই প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী সেখানে পৌঁছলেন। রাজা হ্যারাল্ড ও রানি সনজার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন তিনি। ভারত-নরওয়ে বাণিজ্যিক ও গবেষণা সংক্রান্ত শিখর সম্মলেনে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গর স্টোরের সঙ্গে যৌথভাবে যোগ দেন মোদি।

সুইডেন এবং নরওয়ে সফর শেষ করে নিজের পাঁচ দেশীয় সফরের চূড়ান্ত পর্বে ইতালির রাজধানী রোমে এসে পৌঁছান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইউরোপের অন্যতম প্রধান সহযোগী ইতালির সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়াই প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মূল লক্ষ্য। রোমে পৌঁছানোর পরই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। পরে মোদির সঙ্গে একটি সেলফি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে মেলোনি ক্যাপশনে লেখেন, 'রোমে স্বাগত, আমার বন্ধু'। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের এই রসায়ন সমগ্র বিশ্বে বিশ্ব-মৈত্রীর বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।

ইতালি সফর চলাকালীন মোদি সে দেশের রাষ্ট্রপতি সার্জিও মাত্তারেলা এবং প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন। কূটনৈতিক সূত্রে খবর, এই বৈঠকে ভারত ও ইতালির মধ্যে সহযোগিতা আরও গভীর করার পাশাপাশি 'ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর' (IMEC) প্রকল্পের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। এছাড়া দুই দেশ 'যৌথ কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০২৫-২০২৯' (Joint Strategic Action Plan) খতিয়ে দেখবে, যা আগামী দিনে প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, পরিবেশবান্ধব শক্তি, উদ্ভাবন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করবে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ভারত ও ইতালির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১৬.৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা দুই দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরো মজবুত করলো এটা বলার অপেক্ষায় রাখে না।

বিশ্বনেতা মোদি সন্ত্রাসবাদের তীব্র বিরোধী। তিনি বলেছেন, 'ভারত দৃঢ়ভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে।' জেরুজালেম যীশুর জন্মস্থান। সেই জন্মস্থানের ওপর হামাস হার্মাদ বাহিনীর আক্রমণ মেনে নিতে পারেনা ভারতবাসী। কারণ হিন্দু ধর্মের প্রধান লক্ষই হল পরধর্ম সহিষ্ণুতা। অন্যান্য ধর্মের সাধক অনুশীলনকে সমর্থন করা। হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্ট চিন্তাবিদরাও বেদন্তচর্চায় প্রভাবান্বিত হয়েছেন। হিন্দুধর্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে ত্রিদেব বলা হয়। হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক প্রবণতা হ'ল বিভিন্ন ধর্মের ঐশ্বরিক ভিত্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং সাধক অনুশীলনকারীদের শ্রদ্ধা করা। বিশ্ব শান্তির গ্যারান্টি দেয় সনাতন ধর্ম। ভারতবর্ষের সাধু সন্তানরা বিশ্বের দরবারে একটাই শান্তির বার্তা দেয় 'একম সৎ বিপ্র বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ বহু ঈশ্বর নামে এক ঈশ্বর ই পূজিত হয় এবং সত্য একটাই, বুদ্ধিমানরা বিভিন্ন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে। ইসরাইল, ইরান এবং আমেরিকার আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমনে মারা যাচ্ছে সাধারণ মানুষ। একটা মানবতার মৃত্যু মিছিল এগিয়ে আসছে, মানবতার যাতে মৃত্যু না হয় তার জন্যই বিশ্ব শান্তির বার্তা দিচ্ছে সনাতন ধর্মের ভারতবর্ষ। বিশ্বের শান্তি কামী সব দেশ ভারতবর্ষের দিকেই যে তাকিয়ে রয়েছে। বিশ্ব শান্তি ফেরাতে পারে এক মাত্র নরেন্দ্র মোদির চিন্তা, ভাবনা, প্রচেষ্টা এবং সনাতন ধর্মের ভারতবর্ষ।

বঙ্গে গণতন্ত্রের জন্য চাই শক্ত বিরোধী দল এবং রাজনীতির আত্মসমালোচনা

সুবল সরদার

বিজেপি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। গণতন্ত্র টিকে থাকে শক্তিশালী বিরোধী দলের উপর। বিরোধী দলের কাজ সরকারের ভুলত্রুটি ধরা, গঠনমূলক সমালোচনা করা এবং জনগণের বিকল্প ভাবনা তুলে ধরা। পশ্চিমবঙ্গে এখন এই মুহূর্তে সেই সুস্থ বিরোধী রাজনীতির বড় অভাব। তাই বিজেপি সরকারের দরকার গণতান্ত্রিক,মূল্যবোধ সম্পন্ন একটি শক্তিশালী বিরোধী দল।

তৃণমূল কংগ্রেসের উচিত আত্মসমালোচনা করা। দলের নেতৃত্ব থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে এমন একজন নেতা আনা দরকার, যিনি দলকে সঠিক পথ দেখাতে পারেন। পরিবারতন্ত্র থেকে মুক্ত হবে। গুজরাট-মহারাষ্ট্রের উদাহরণ সামনে আছে। শিবসেনা থেকে উদ্ভব ঠাকরেকে সরিয়ে একনাথ শিন্ডেকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। আজ তিনি বিজেপির সহযোগী দল হিসেবে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। নেতৃত্ব বদল মানেই দলের মৃত্যু নয়, বরং নতুন করে বেঁচে ওঠা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও জনগণের ভাষা বুঝতে অক্ষম। তাঁরা বুঝতে সক্ষম নয় সাধারণ মানুষ কী চায়। জনগণের দৈনন্দিন সমস্যা কোথায় - সেটা ধরতে পারেননি। অভিষেক ডাই-ইন-হারনেস কেসের সুবাদে চাকরি পাওয়ার মতো পিসির হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছেন। তাই তাঁর মধ্যে এত ঔদ্ধত্য, এত দুর্বিনীত,এত দূর্নীতি পরায়ণ! নির্বাচনের আগে রাজ্যজুড়ে হিমশীতল আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। রাষ্ট্রপতির মতো ভিআইপি সিকিউরিটি নিয়ে ঘুরতেন, ভুলে গিয়েছিলেন তিনি আদতে একজন সাংসদ মাত্র।

একই ভুল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও করেছেন। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে তাতিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে মুসলিম ভোট একচেটিয়া তৃণমূলের বাক্সে পড়ে। অন্যদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, বর্তমান রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, হিন্দু সনাতনীদের একজোট করার কাজ করেছেন। বলা যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু-বিদ্বেষী রাজনীতি করতে গিয়ে অজান্তেই হিন্দু ভোটকে এক ছাতার তলায় জড়ো করতে সাহায্য করেছেন।

ফলে নির্বাচনে একে একে দুই মিলে যায়। বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ২০৭টি আসন জয় পায় । ২০২৬-এর নির্বাচনের চিত্র এমনই হয়, যেখানে বিজেপির ২৯৪টি বিধানসভার আসনে একজনও মুসলিম প্রার্থী নেই, মুসলিম ভোটারদের কাছে বিজেপির কোনো আলাদা আবেদনও নেই । এখন বুঝতে হবে রাজনীতির সমীকরণ বদলেছে।

বাংলায় ৩৪ বছর বাম শাসন, তারপর ১৫ বছর তৃণমূল শাসন। মোট ৪৯ বছর ধরে মানুষকে বোঝানো হয়েছে মুসলিম ভোট ছাড়া সরকার গঠন সম্ভব নয়। সেই মিথ এবার ভেঙে চুরমার। এখন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যা চাইবেন, রাজনীতির দিশা তাই-ই ঠিক করবে।

দুঃখের বিষয়, বঙ্গের মুসলিমরা এখনও সম্পূর্ণ রাষ্ট্রবাদী হয়ে উঠতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝে স্কুল-কলেজে, মাদ্রাসায় জাতীয় সংগীত, জাতীয় স্তোত্র গাইতে আপত্তি ওঠে। যখন একটি সম্প্রদায় নিজেকে রাষ্ট্রের মূল স্রোত থেকে আলাদা রাখে, তখন সরকারেরও তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা কমে যায় । এটাই রাজনীতির বাস্তবতা।

পরিশেষে বিজেপি সমর্থকদের কাছে অনুরোধ - মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের সিআইডি, সিবিআই বা লালবাজারে তলব করা হলে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ-মিছিল করে তাঁদেরকে অযথা বিখ্যাত করবেন না। তাঁরা সেই যোগ্যতা রাখেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি এত নিম্নমেধার, এত নিম্নরুচির, এত অরুচিকর যে তা নিয়ে ভাবতেও কষ্ট হয়।

বাংলার রাজনীতিকে এই নোংরা মারপিটের আবর্ত থেকে বের করে আনতে হবে। সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে এগুলো নির্মূল করার জন্যে। বিরোধী দলকেও সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তার জন্যে চাই সৎ, শিক্ষিত, জনদরদী নেতৃত্ব এবং সুস্থ চিন্তাভাবনা সম্পন্ন বিরোধী দল কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সেগুলো কি আছে?

মহিলার অর্ধনগ্ন গলাকাটা দেহ উদ্ধার, ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রেললাইনের ধার থেকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় এক মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। এমনকি ওই মহিলার মুন্ডু কাটা অবস্থায় ছিল বলেও প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে পুলিশ। শনিবার সাতসকালে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মশালদহ এলাকায়। ইতিমধ্যে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাদের বাড়ির মেয়েকে শুক্রবার রাতে কেউ বা কারা ডেকে নিয়ে যায়। এরপরই তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নুরজাহান বেগম (২৪)। প্রায় পাঁচ বছর আগে হরিশ্চন্দ্রপুরের মশালদহ এলাকার দিনমজুর সফিকুল ইসলামের সঙ্গে বিয়ে হয় ওই মহিলার। পরে জানা যায় ওই দিনমজুরের নুরজাহান তৃতীয় স্ত্রী ছিল। যদিও এনিয়ে বেশ কয়েকবার শ্বশুরবাড়িতে অশান্তিও হয়। ওই মহিলার দুই নাবালক ছেলে রয়েছে। স্বামী যেহেতু দিল্লিতে কাজ করে, তাই মশালদহ এলাকায় ওই দুই নাবালক ছেলেকে নিয়ে একাই থাকতেন নুরজাহান। তিনি কখনো বিড়ি বাঁধার কাজ করতেন। এদিন রাতে দুজন ব্যক্তি নুরজাহানকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। তারপরেই বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে মশালদহ এলাকার রেললাইনের ধারে গলাকাটা অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়।

মৃতের এক আত্মীয় জাইরন বিবি বলেন, 'মিথ্যা কথা বলে সফিকুল তাদের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করেছিল। ওর এটা যে তিন নম্বর বিয়ে আমরা কেউ জানতাম না। যদিও নুরজাহানের স্বামী ভিন রাজ্যে থাকে। তবে কারা ওকে এদিন রাতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, আর কেনই বা এইভাবে মারল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে উদ্ধার হওয়া দেহ দেখে মনে হয়েছে নুরজাহানকে ধর্ষণ করা হয়েছে। কারণ ওর শরীরে কাপড় ছিল না।'

পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, কী কারণে মৃত্যু, তা ময়নাতদন্তে রিপোর্টের পরেই পরিষ্কাব. ভাবে বলা যাবে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

চাকরি ও ঘরের নামে প্রতারণা, জামালপুরে ধৃত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহ তৈরি হতেই একের পর এক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির অভিযোগে শাসকদলের নেতাদের গ্রেপ্তারির হিড়িক পড়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো জামালপুরের তৃণমূল সদস্য ধানু সূত্রধরের নাম। চাকরি এবং সরকারি ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তাকে আটক করে জামালপুর থানার পুলিশ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জামালপুরের তৃণমূল নেতা ধানু সূত্রধরের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

রেলে বা অন্যান্য সরকারি দপ্তরে চাকরি করে দেওয়ার নাম করে একাধিক বেকার যুবকের কাছ থেকে ধানু সূত্রধর প্রায় ৯ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ। শুধু চাকরিই নয়, সরকারি 'বাংলা আবাস যোজনা'র ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করেও সে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিত। এমনকি ঘর মঞ্জুর হওয়ার পর, উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে সরকারি টাকা বেরোলে সেখান থেকেও একটি বড় অংশ কাটমানি হিসেবে আদায় করত ধানু।

জনগণের ক্ষোভ ও বিজেপির বিক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে প্রতারিত হলেও শাসকদলের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাননি সাধারণ মানুষ। তবে সম্প্রতি রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতেই প্রতারিতরা একজোট হয়ে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দ্বারস্থ হন এবং ধানু সূত্রধরের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ তুলে দেন।

এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মীরা। শুক্রবার ধানু সূত্রধরের বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তারা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় জামালপুর থানায়। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ওই তৃণমূল নেতাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। বিজেপির পক্ষ থেকে ধানু সূত্রধরের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, ধানু সূত্রধর একজন অভ্যাসগত অপরাধী। এর আগেও ২০১৪ সালে পুলিশ তাকে একই ধরনের প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক প্রভাবে সে খুব সহজেই জামিন পেয়ে যায় এবং পুনরায় দুর্নীতি শুরু করে। এবার আর পার পাবে না। সাধারণ মানুষ জেগে উঠেছে।

জামালপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধানু সূত্রধরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এর পেছনে আর কোনও বড় মাথা জড়িত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকে জামালপুর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অবশ্য এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

খণ্ডঘোষে উদ্ধার বস্তাভর্তি সাদা থান

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষে বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায়। বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেছে, স্থানীয় কয়েকটি গোডাউনে বিপুল পরিমাণ সাদা থান এবং বিভিন্ন সামগ্রী মজুত করে রাখা হয়েছিল।

বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তারা খবর পাচ্ছিলেন যে বিধায়কের ঘনিষ্ঠদের নিয়ন্ত্রণে থাকা একাধিক গোডাউনে বিপুল পরিমাণ সাদা থান রাখা হয়েছে। তাঁদের দাবি, নির্বাচনের আগে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে নির্বাচনের পর তাঁদের পরিবারে সাদা থান পাঠানো হবে। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই গোডাউনগুলিতে সাদা থান মজুত থাকার বিষয়টি সামনে এসেছে বলে দাবি বিজেপির।

এক বিজেপি নেতা অভিযোগ করে জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে তাদের কর্মীদের খুন করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। গোডাউনে বস্তাভর্তি সাদা থান পাওয়া যাওয়ায় সেই হুমকির বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এছাড়াও বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী গোপনে গোডাউনে মজুত করে রাখা হয়েছিল। খবর পাওয়ার পর দলীয় কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রশাসনকে বিষয়টি জানান। তাঁদের বক্তব্য, গোডাউনের তালা খুলে সমস্ত সামগ্রী প্রশাসনের হেফাজতে নেওয়া হোক এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক।

বিজেপি নেতৃত্ব আরও অভিযোগ করেছে যে খণ্ডঘোষের তৃণমূলের বিধায়ক দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের পক্ষে কোনও সরকারি তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিক্ষোভ ও অবরোধ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত তদন্ত করে গোডাউনে মজুত থাকা সামগ্রীর প্রকৃত উৎস এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে জানাক। প্রশাসনের উপস্থিতিতে গোডাউনের তালা খুলে সামগ্রী উদ্ধার করার দাবিতেও সরব হন তাঁরা।

অন্যদিকে, বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুরো ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের আবহে খণ্ডঘোষের পরিস্থিতির দিকে নজর রয়েছে প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলের।

রেশনের চাল চুরির অভিযোগে বিজেপির নিশানায় তৃণমূল শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রেশনের চাল পাচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে এবার উত্তাল আরামবাগ। সরকারি রেশনের চাল অবৈধ ভাবে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দারা হাতেনাতে একটি চালবোঝাই গাড়ি আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে, যেখানে বিজেপি সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শাসক তৃণমূলকে নিশানা করেছে। যদিও অভিযুক্ত রেশন ডিলারের পরিবার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছে।

জানা গিয়েছে, আরামবাগের ডহরকুন্ডুর এলাকার রেশন ডিলার নয়ন ভৌমিকের দোকান থেকে সরকারি রেশনের চাল সাধারণ বস্তায় ভরে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছে বলে দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয়দের মধ্যে অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন এলাকাবাসী ও বিজেপি কর্মীরা নজরদারি চালান। অভিযোগ, একটি ছোট গাড়িতে সরকারি বস্তা থেকে চাল নামিয়ে সাধারণ পলিথিনের বস্তায় ভরে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সন্দেহ হওয়ায় গ্রামবাসীরা গাড়িটিকে রাস্তায় আটকে দেন। স্থানীয়দের দাবি, সরকারি রেশনের চাল নির্দিষ্ট উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছানোর পরিবর্তে বেআইনিভাবে বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্বও বিষয়টি নিয়ে সরব হন এবং প্রশাসনের কাছে কঠোর তদন্তের দাবি জানান।

খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালবোঝাই গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে নেমে রেশন ডিলারের ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। বিজেপি নেতা সুশীতল রায় বলেন, রেশনের চাল নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ এই ধরনের অনিয়মের শিকার হয়েছেন। আগে ভয়ের পরিবেশে অনেকে মুখ খুলতে পারতেন না। এখন মানুষ সাহস নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন এবং প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছেন।

রিলস বানাতে সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিতে গিয়ে মৃত্যু, জখম তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোবাইলে রিলস বানানোর নেশায় সেতু থেকে মহানন্দা নদীতে ঝাঁপ দিতে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। জখম হয়েছে মৃতের আরও তিন বন্ধু। শুক্রবার সন্ধ্যায় এই ঘটনার পর শনিবার নিখোঁজ ওই কিশোরের মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট এলাকার মহান মহানন্দা নদী থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল মহকুমার পুখুরিয়া থানার পীরগঞ্জ এলাকায়। আহত তিনজনকে শুক্রবার ঘটনার পরই স্থানীয়রা উদ্ধার করে। পরে তাদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ও আহতরা সাঁতার জানত। কিন্তু সেতুর থেকে মহানন্দা নদীর অন্তত ২৫ ফিট নীচেই ঝাঁপ দেওয়ায় একজনের বুকে আঘাত লাগে। তাতেই মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অর্ক ঘোষ (১৮)। তাঁর বাড়ি পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ী এলাকায়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে অর্ক। তার আহত তিন বন্ধুর নাম দেব পাল (২০), কিষান ঘোষ (১৮) এবং প্রীতম সাহা (১৯)। এরাও মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পড়ে তারপর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। যে যার মতৈন কেউ দোকানে আবার কেউ অন্য কোনও সংস্থায় কর্মরত রয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, এই চার বন্ধুর বরাবরই রিলস্ বানানোর নেশা রয়েছে। বাড়ি থেকে অন্তত ২৫ কিলোমিটার দূরে এদিন ওরা দুটি মোটর বাইকে করে পীরগঞ্জ এলাকার মহানন্দা নদীর লকগেট দেওয়া সেতুর সামনে আসে। সেখান থেকেই ওরা চারজন কায়দা করে অন্তত ২৫ ফিট নিচে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে রিলস বানানোর পরিকল্পনা নেই। ওই এলাকার অন্য একজনের হাতে মোবাইল দিয়েই পরপর চার বন্ধু এভাবেই অত উঁচু সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়েই অঘটন ঘটায়। ওদের নদীতে হাবুডুবু খেতে দেখেই স্থানীয় কিছু মানুষ হইচই শুরু করে দেয়। ততক্ষণে অর্ক নামে এক কিশোর নদীর গভীরে তলিয়ে যায়। এরপর আশেপাশের লোকজন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ওই তিনজনকে কোনও রকমে টেনে হিঁচড়ে উদ্ধার করে। কিন্তু একজন তলিয়ে যাওয়ায় তাকে উদ্ধার করা যায়নি। রাতভর তল্লাশি চালানোর পরে শনিবার সকালে ওই কিশোরের মৃতদেহ ঘটনাস্থল থেকে অন্তত এক কিলোমিটার দূরে ভেসে ওঠে।

মৃতের এক আত্মীয় নবীন ঘোষ বলেন, 'এদিন বন্ধুদের সঙ্গে অর্ক কাজের নাম করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তা বলে ও যে এরকম রিলস বানানোর নেশায় মত্ত হয়ে পড়েছিল সেটা কেউ জানতাম না। তবে ও তো সাঁতার জানত। তারপরে কী ভাবে এই ঘটনাটি ঘটল সেটাই অবাক লাগছে।' চাঁচল মহকুমা পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, রতুয়া ২ ব্লকের অন্তর্গত পুখুরিয়া থানার এলাকার একদল যুবকেরা রিলস তৈরি করার জন্যই সেতু থেকে নদীতে ঝাপাঝাপি করার কায়দা নিয়েছিল আর তাতেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। একজনের বুকে আঘাত লাগার কারণে এর মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: চলন্ত ট্রেনে চাপতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হলো এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটে পানাগড় স্টেশনে ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। গুরুতর আহত আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের বাড়ি কাঁকসার ৩নম্বর কলোনিতে। আনুমানিক ২৬ বছর বয়সী বাবুয়া ঘোষ কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকত। বাড়ি থেকে ট্রেন ধরে সেখানে যাবে বলেই ট্রেন ধরতে গিয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাঁচি থেকে বর্ধমানগামী রাঁচি এক্সপ্রেস এদিন রাত ৮টা নাগাদ পানাগড় স্টেশনে ঢোকে। ওই যুবক তার এক সঙ্গীর সঙ্গে রাঁচি এক্সপ্রেসে ওঠার জন্য পানাগড় স্টেশনে ঢুকলে সেই সময় ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে যেতে থাকে। তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে চাপতে গিয়ে পা পিছলে ট্রেনের ভিতরে পড়ে যায়। গুরুতর আহত হয়।

শালতোড়ায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন: বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে বাঁকুড়ার শালতোড়া ব্লকের তিলুড়ি গার্লস হাই স্কুলে মাই যুবা ভারতের উদ্যোগে এবং বাঁকুড়া প্রীতির সহযোগিতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এই কর্মসূচিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অংকন প্রতিযোগিতা পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ, র‍্যালি এবং স্বচ্ছতা সেই সঙ্গে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলার বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কাটমানির টাকা ফেরতের দাবিতে ভাতার থানায় অভিযোগ ও বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানায় কাটমানির টাকা ফেরতের দাবিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীপাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা। শনিবার বিকেলে থানায় গিয়ে গ্রামবাসীরা দাবি করেন, আবাস যোজনার সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল। সেই অর্থ ফেরত এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান তারা।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু নেতা-কর্মী গরিব মানুষের কাছ থেকে কাটমানি আদায় করেছেন। দীর্ঘদিন পরেও সেই টাকার কোনও হিসাব বা ফেরত মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই তারা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগের তির নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবং ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের দিকে। তাঁদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। ঘটনার তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য সামনে আনা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
CIN: L46620WB2024PLC268366
রেজি. অফিস : গদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ১০ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক ইপি অ্যান্ড জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৯১
টেলিফোন : (০৩৩) ৪৬০৪ ১০৬৬ ইমেল : cs@ganeshinfra.com
ওয়েবসাইট : www.ganeshinfra.com

ভিডিও কনফারেন্স/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৪টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে ২ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ইজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো পরিচালনার জন্য ।
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সেবি-র ১২ মে ২০২০, ১৫ জানুয়ারি ২০২১, ৫ জানুয়ারি ২০২৩, ৭ অক্টোবর ২০২৩ (সম্মিলিতভাবে সেবি সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) এবং (যৌথভাবে সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম আয়োজনের অনুমতি দেয়।
উপরোক্ত সার্কুলারসমূহ মেনে, ইজিএম-এর নোটিশ শুধুমাত্র সেই সকল সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(সমূহ) ("ডিপি")/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ"), অর্থাৎ এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে নিবন্ধিত আছে।
যেসব সদস্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শেয়ার ধারণ করছেন এবং তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের নিজ নিজ ডিপি-র সাথে যোগাযোগ করে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সদস্যরা লক্ষ্য করবেন যে, এই ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com-এ পাওয়া যাবে। ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি আমাদের ই-ভোটিং পরিষেবা প্রদানকারী এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.in.mpms.mufg.com-এও পাওয়া যাবে।
সদস্যরা ইজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর রিমোট ই-ভোটিং এবং ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। যেসব সদস্য কোম্পানির কাছে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেননি, তাদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং/ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি ইজিএম বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বিস মৈত্র
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ : ০৬.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

SBI হোম লোন সেন্টার কালীঘাট
"অবনী হাইট", ৫৯এ, চৌরঙ্গি রোড
কলকাতা - ৭০০০২০, স্থান : মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন-রবীন্দ্র সদন এক্সাইড বিল্ডিংয়ের নিকট, ইমেল : sbi.65176@sbi.co.in

সংশোধনী

আমাদের বিজ্ঞাপন ভেহিকেল নিলাম অধীনে এই সংবাদপত্রে ৩১.০৫.২০২৬ সংস্করণে প্রকাশিত **(ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী সুশোভন চন্দ্র) 'অ্যাকাউন্ট নং ৪২৪৪৭৪৯৬৫৭৫' পড়তে হবে 'অ্যাকাউন্ট নং ৪২৬০১৯১০৭৫৪'** এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২ এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক এ ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, অনুমোদিত অফিসার, **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট,** সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নোক্ত তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাদের নামে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে, উক্ত বিধিমালার নিয়ম ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট** চার্জ প্রযোজ্য হবে, যার পরিমাণ এবং সুদের জন্য।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা/এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী বিশ্বজিৎ পাল** পিতা মদন চন্দ্র পাল এবং **শ্রীমতি মাধুরী পাল,** স্বামী বিশ্বজিৎ পাল, প্রেমিসেস নং ১৫এ, ৩য়তল, ওয়ার্ড নং ১৭, দর্জি পাড়ার নিকট, পো : বিডন স্ট্রিট, থানা : বড়তলা, কলকাতা - ৭০০০০৬, **এবং** ৬৮/৪৮, দুর্গা চরণ মিত্র স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০৬, **এবং** ৪, অনাথ নাথ দেব লেন, কলকাতা- ৭০০০০৬। **হোম লোন এ/সি নং - ৩৭৭১৮৬৮৩৬৯২ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৭৭১৮৯৩৫৮৫৬।** **দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং **পি২-২এ,** ৩য়তলে, দক্ষিণ অংশের পিছনের দিকে উক্ত ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া টাইলস মেঝে কমবেশি **৪০৪ বর্গফুট** কমবেশি অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত প্রেমিসেসে সম্পূর্ণ অধিকার এক বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং, এক টয়লেট, এক কিচেন, এক ব্যালকনি সকল ফিক্সচার এবং ফিটিংস কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন বর্তমানে পরিচিত কেএমসি প্রেমিসেস ১৫এ, ছিদাম মুদি লেন, পো : বিডন স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন ওয়ার্ড নং ১৭, থানা : বড়তলা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস- অতিরিক্ত ২ কলকাতা পরগনা বিস্তৃতভাবে। উক্ত ফ্ল্যাট মোট জমি পরিমাপ **০৭ কাঠা ০২ ছটাক** কমবেশি সকলের ব্যবহারের চলার ফত পরিমাপ ১৩ ছটাক উত্তর থেকে দক্ষিণে একতলা অংশত এক, অংশত দুই এবং অংশত তিন তলা পুরানো এবং ভগ্নদশা ভবন প্রেমিসেস নং ১৫এ, ছিদাম মুদি লেন, পো : বিডন স্ট্রিট, থানা : বড়তলা, কলকাতা : ৭০০০০৬ কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন ওয়ার্ড নং ১৭। **স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৪৭৯২৪ থেকে ২৪৭৯৬৮, দলিল নং ১৯০২০৬৩০৮ -২০১৯।** **সম্পত্তি শ্রী বিশ্বজিৎ পাল** পিতা মদন চন্দ্র পাল এবং **শ্রীমতি মধুরী পাল** স্বামী বিশ্বজিৎ পাল এর নামে।	**১. ২৫.০৩.২০২৬ ২. ০৫.০৬.২০২৬ ৩. ১৩,৭৮,৬৯০.৭৮ টাকা** (তেরো লাখ আটাত্তর হাজার ছশো নব্বই টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) **২৫.০৩.২০২৬** অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ
	সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে ৮ ফুট চওড়া ছিদাম মুদি লেন, **দক্ষিণে :** ৩৮/১ বিডন রো। **পূর্বে :** ১৫বি এবং ১৫ডি ছিদাম মুদি লেন। **পশ্চিমে :** ১৪/১ ছিদাম মুদি লেন এবং ৬ ঈশ্বর ঠাকুর লেন।		
২.	**শ্রীমতি রানু নাথ** স্বামী শ্রী স্বপন কুমার দাস, ৬৪, বিবেকানন্দ পল্লি, দম দম ক্যান্ট, পো : বরীন্দ্র নগর, থানা : দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৬৫। **এ/সি নং : ৩১৯৩৩৩৫০৪৬৬ (এইচবিএল) এবং ৩৫২২৭১২৫৩৬৬ (এইচবিএল টপ আপ)** **প্রতীকী দখলীকৃত**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া **১ কাঠা ২ ছটাক ১১ বর্গফুট** কমবেশি মৌজা- গৌরী, জেএল নং ১৬, আরএস নং ১৬ ১/২, তৌজি নং ১৭২, সিএস দাগ ন ং ৯, সাবেক খতিয়ান নং ১৩১,হাল কতিয়ান নং ১৩৩, গৌরী মাঠকল রবীন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বর্তমানে দক্ষিণ দম দম পুরসভার ওয়ার্ড নং ১ অধীন, থানা : দম দম , জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, **দলিল নং ০৬৪৭১,** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৯, পৃষ্ঠা ৩৭৫৩ থেকে ৩৭৬৭-২০১০ সালের, এডিএসআরও কাশীপুর দম দম। **সম্পত্তি শ্রীমতি রানু নাথ** স্বামী শ্রী স্বপন কুমার দাস এর নামে। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** সম্পত্তি দাগ নং। **পূর্বে :** পরিমল নাথের সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** উক্ত দাগের জমি এবং রঞ্জিত নাথের সম্পত্তি।	**১. ০৬.০৯.২০২৫ ২. ০৫.০৬.২০২৬ ৩. ৮৯,৪৭১.৩১ টাকা (এইচবিএল) এবং ২,৫৭, ৯০১.৪৬ টাকা (এইচবিএল টপ আপ)** মোট বকেয়া **৩,৪৭,৩৭২.৭৭ টাকা** (তিন লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশ বাহাত্তর টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) **২৬.০৯.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ - ০৫.০৬.২০২৬
স্থান - রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
আরএএসএমইসিসিসি-কাম এসএআরসি (১০২৬৪) ৪র্থ তল
মিউনিসিপাল হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারকে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছি, যেখানে উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখের উক্ত বিধিমালার ৮ নং বিধি অনুসারে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জের অধীন হবে, যার জন্য পরিশোধিত অর্থ এবং তার উপর সুদ প্রযোজ্য হবে। **জামানতকৃত সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধক/দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিবরণ	দাবি নোটিশের তারিখ	দখলের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুকান্ত রায় পিতা শ্রী হরিদাস রায়, বড়কোবলা, (বড়কোবলা শিবশঙ্কর ক্লাবের নিকট) পো : বিদ্যানগর, উত্তর শ্রীরামপুর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১৩১৬	**সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ৬.৬০ ডেসিমেল তদস্থিত ভবন অবস্থিত আরএস এবং এলআর প্লট নং ৮৩৮, এলআর খতিয়ান নং ২৫৫৯, জেএল নং ১৩৮, মৌজা- কোবলা , শ্রীরামপুর জিপি অধীন, থানা - পূর্বস্থলী বর্তমানে নাদনঘাট এবং জেলা : পূর্ব বর্ধমান, রেজিস্টার্ড দান দলিল উল্লেখ্য নং ১-১২৫১ -২০২১ সালের এডিএসআর পূবস্থলী, বর্ধমান।** **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রোড। দক্ষিণে : সুকান্ত রায় এর জমি। পূর্বে : মনখুশি রায় এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : মনখুশি রায় এর সম্পত্তি।	১৫.০৯.২০২৫	০৪.০৬.২০২৬	**২৩৫৩৫১৩.০০ টাকা (তেইশ লাখ তিপান্ন হাজার পাঁচশ তেরো টাকা) [২২৮০৩০৫.০০ টাকা (এইচবিএল) + ৭৩২০৮ টাকা (সুরক্ষা)]** ২৪.০৩.২০২৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।

তারিখ - ০৪.০৬.২০২৬
স্থান - বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি বর্ধমান

সরকারি সম্পত্তি চুরির অভিযোগে ধৃত শ্রীরামপুরের দুই তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তাঁরা দু'জনেই দু' দফায় হুগলির শ্রীরামপুরের রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। সরকারি সম্পত্তি চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার শ্রীরামপুরের দুই তৃণমূল নেতা। ধৃতদের নাম মোহন মণ্ডল ও বিষ্ণু মণ্ডল। অভিযোগ, ওই এলাকার তৃণমূলের পার্টি অফিসে প্রচুর পরিমাণে বালতি, সাদা থান ও মশারি মজুত ছিল। ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করে।

সূত্রের খবর, পার্টি অফিস ওই অঞ্চলের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান মোহন মণ্ডলের। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, সেখানে প্রচুর পরিমাণে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত করা ছিল। যার জেরে ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ওই এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। তারাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পরে শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লকের বিডিও তৃণমূলের পার্টি অফিসে সরকারি সম্পত্তি মজুত রাখার অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় দুই তৃণমূল নেতাকে। এ ছাড়াও তৃণমূলের ওই কার্যালয় থেকে প্রচুর পরিমাণে বালতি, মশারি, সাদা কাপড় ও কম্বল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ধৃত দুই তৃণমূল নেতা। তাঁরা জানিয়েছেন, ভোটের কাজ শুরু হয়ে যাওয়ায় সেগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু ভোট মিটলেই সব জিনিস যথা স্থানে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল।

বিধায়ক নির্মলকুমার ধারাকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা। এছাড়াও ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক পূর্ণেন্দু মুখার্জি, মণ্ডল-১ সভাপতি উত্তম সরকার, মণ্ডল-২ সভাপতি বিপ্রদাস অধিকারী, সহ-সভাপতি সৌরভ বৈরাগ্য, জেলা কমিটির সদস্য দীপঙ্কর সরকার সহ এলাকার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অতিথিদের উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক এবং ভগবানের প্রতিচ্ছবি তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হয়। পরে সংগঠনের সদস্যরা তাঁদের কাজের ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার কথা বিধায়কের কাছে তুলে ধরেন। আগামী দিনে উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের ইচ্ছার কথাও জানান তাঁরা। ওই সংগঠনের সদস্যদের বক্তব্য শোনার পর বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা আশ্বাস দেন, উত্থাপিত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, আগামী দিনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কোনও ধরনের দুর্নীতির স্থান থাকবে না। বর্তমান সরকার স্বচ্ছ ও জনমুখী প্রশাসনের পক্ষে। তাই সকলকে নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে। উন্নয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বার্থকে সর্বাগ্রে রাখতে হবে।

বিধায়ক আরও আশ্বস্ত করেন, কাজের ক্ষেত্রে যাতে কেউ অযথা সমস্যার সম্মুখীন না হন, সেদিকে নজর রাখা হবে। সভায় উপস্থিত সদস্যরা বিধায়কের বক্তব্যকে স্বাগত জানান এবং উন্নয়নের স্বার্থে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষে সঞ্জয় নন্দী বলেন, 'আগে আমাদের মতো ছোট কন্ট্রাকাটরদের কাজ পেতে অসুবিধা হত, আশা করি এখন আর তা হবে না।' একই সঙ্গে তাঁদের ও সরকার পক্ষ দু'তরফেই স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ যেমন হবে তেমনই এমন বিধায়কের উপস্থিতিতে কাজে কোনও সমস্যা হবে না বলে তিনি জানান।

রেশনের গমের সঙ্গে পাথর-সিমেন্ট, আধিকারিকের ভর্ৎসনা ডিলারকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: রেশনের গমের সঙ্গে মিলছে পাথর ও সিমেন্ট। ওজনেও গরমিলের অভিযোগ। ক্ষোভে ফেটে পড়ল গ্রাহকরা। লোকসমক্ষে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকের ভর্ৎসনা রেশন ডিলারকে। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানা এলাকার চালকি এলাকার রেশন ডিলার প্রদীপ দত্তের বিরুদ্ধে শনিবার স্থানীয় উপভোক্তরা অভিযোগ তুলে সরব হয়। উপভোক্তাদের দাবি, রেশনের গমের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে পাথর ও সিমেন্ট যা খাবারের উপযুক্ত নয় এবং তাদেরকে বলা হয় মোদী সরকার এটাই পাঠাচ্ছে এবং তাদেরকে রেশনের সামগ্রিক কম দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদে সরব হয় উপভোক্তারা। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে রেশন ডিলার প্রদীপ দত্তকে ভৎসনা করে খাদ্য দপ্তর এর আধিকারিকরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোপালনগর থানার পুলিশ। খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা নির্দেশ দিয়েছেন খাবারের উপযোগী খাবার দিতে হবে। যে গম দেওয়া হয়েছিল সেটা খাবারের উপযুক্ত ছিল না এবং লোকসমক্ষে রীতিমতো ভর্ৎসনা করেন রেশন ডিলারকে।

বিজেপির উদ্যোগে ৫০০ চারাগাছ রোপণ-বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শনিবার নয়াগ্রাম ৫ নম্বর মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগে গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের নোটাতে বিজেপির দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। 'গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান' স্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন এলাকার সাধারণ মানুষ, বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং স্থানীয় নেতৃত্ব।এদিন আম, কাঁঠাল, লেবু, পেয়ারা শাল-সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের মোট ৫০০টি চারা রোপণ করা হয়। পাশাপাশি উপস্থিত সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ বিতরণ করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা হয় এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক গাছ লাগানোর আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচির বিষয়টিও বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। উপস্থিত সকলকে নিজেদের মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে অন্তত একটি করে গাছ রোপণ এবং তার যথাযথ পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বলেন, একটি গাছ শুধু পরিবেশকে সবুজ করে না, বরং নির্মল বাতাস সরবরাহ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ছায়া প্রদান এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণই অন্যতম কার্যকর উপায়। তাই পরিবেশ রক্ষায় প্রত্যেক মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম ৫ নম্বর মণ্ডল বিজেপির সভাপতি তাপস সুঁই-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানে পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

বিজেপির মণ্ডল সভাপতি তাপস সুঁই বলেন, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রশাসনের নয়, সমাজের প্রতিটি মানুষের। প্রত্যেকে যদি একটি করে গাছ লাগিয়ে তার সঠিক পরিচর্যা করেন, তা হলে আগামী দিনে আরও সবুজ, সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচি এলাকাবাসীর মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। স্থানীয়দের মতে, এমন উদ্যোগ পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সবুজায়নের কাজে আরও বেশি করে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে এবং পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

বিজেপির হাতে আক্রান্ত পদ্মের প্রাক্তন জেলা সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: জেলা সভাপতি পর এবার প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র আক্রান্ত। এবারও অভিযোগে তির সেই বিজেপি বারাসাতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি ঘনিষ্ঠদের দিকে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বারাসত পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীকৃষ্ণপুরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এদিনও ক্ষোভ উগরে দিয়েছ পদ্ম শিবিরের কর্মীরা। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসতের বুকে গেরুয়া শিবিরের অন্দরের গণ্ডগোল যে ভাবে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে তাতে তিতিবিরক্ত খোদ বিজেপির নেতা কর্মীরা।

শুক্রবার রাতে বারাসতের শ্রীকৃষ্ণপুরে বিজেপি এক কার্যকর্তা রহিত চক্রবর্তীর বাড়িতে পুজোর প্রসাদ খেতে গিয়েছিলেন বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার বর্তমান সভাপতি রাজীব পোদ্দার ঘনিষ্ঠ তথা এই সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি তাপস মিত্র। তাপস মিত্রের অভিযোগ, সেখানে প্রথমে বিট্টু আলি, সাবির আলি-সহ কয়েকজন তাকে ঘেরাও করে ধাক্কাধাক্কি করে। তারপর বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্যের একদা ঘনিষ্ঠ তথা বারাসাতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জির অতি ঘনিষ্ঠ সুবির শীলের ও বিধায়ক অনুগামী রাজা শাহানিদের নেতৃত্বে বাইরে থেকে আরও বেশ কিছু লোক নিয়ে আসা হয় তাকে মারধর করার জন্য। বাড়ির লোক তাকে চিলেকোঠায় আত্মরক্ষার তাগিদে আটকে রাখেন। পরে বারাসত থানার পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে।

তাপস মিত্রের আরও অভিযোগ, এই সুবীর শীলের নির্দেশে সাবির আলি তাকে ফোনে খুনের হুমকিও দেয় এবং এদিন সুবীর শীল মদ্যপ অবস্থায় অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে ও মারধর করতে উদ্যোগী হয়। তবে তাপস মিত্রের অনুগামী বিজেপি কর্মীদের দাবি, বারাসতের বিধায়ক ঘনিষ্ঠ সুবীর শীল ও রাজা সাহানি ও তাদের দলবল এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যাকে তাকে হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করছে। তাদের আরও দাবি, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাপস মিত্রকে উদ্ধার করে আনলেও সেখান থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। এমনকি জেলা সভাপতির ওপর হামলার ঘটনাতেও এফআইআরে নাম থাকা ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করছে না। পুলিশের এই উদাসীনতার বিরুদ্ধেও তারা থানাতে দাঁড়িয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। বর্তমান জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দারের প্রাণঘাতী হামলার পেছনেও এদের হাত আছে বলেও তারা দাবি করেন। রাতেই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে বারাসাত থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তাপস মিত্র। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হিলিতে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থায় অভিযুক্তের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ১১ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার ঘটনায় অভিযুক্ত এক প্রতিবেশীকে দোষী সাব্যস্ত করে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল পকসো আদালত। শনিবার বিচারক অনিন্দিতা গাঙ্গুলী এই রায় ঘোষণা করেন।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের ২৬ মে হিলি থানার অন্তর্গত একটি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, বাড়িতে একা থাকা নাবালিকার কাছে কিছু চাইতে গিয়ে ৫২ বছর বয়সি এক ব্যক্তি তাকে যৌন হেনস্থা করে। ঘটনার পর নাবালিকা বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায়। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়।

মামলার শুনানি শেষে আদালত অভিযুক্তকে বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে। সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী জানান, উভয় পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারায় অভিযুক্তকে দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ২ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে।

এছাড়াও পকসো আইনের ৮ ও ১০ ধারায় অভিযুক্তকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পকসো আইনের ১২ ধারায় তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি আইনজীবী আরও জানান, বিচারক অনিন্দিতা গাঙ্গুলি সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ও নথি পর্যালোচনা করে এই রায় ঘোষণা করেছেন। আদালতের এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন অভিযোগকারী পরিবারের সদস্যরা।

মদ, হাড়িয়া বন্ধের আর্জি আদিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিগত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এবার প্রকাশ্যে সরব হল আদিবাসী সমাজ। তাদের অভিযোগ পূর্ববর্তী সরকার আবার ঢালাও মদের লাইসেন্স বিলি করেছে। চারদিক এখন মদের দোকান হয়ে গেছে। তার সঙ্গে অঞ্জ কিছু সাঁওতাল নিজের নিজের বউকে রাস্তার ধারে, মেলাতে, যাত্রা অনুষ্ঠানে, হাটে, বাজারে মদের বিক্রি করতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে থাকে। এটা চলতে দেওয়া যায় না। তাই রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হতেই মদ বা হান্ডি (হাড়িয়া) কেনাবেচা বন্ধের আবেদন জানিয়ে পথে নামল আদিবাসীরা। আগামী বুধ ও বৃহস্পতিবার ঝাঁটিপাহাড়ি মেলা রয়েছে। এই মেলায় মদ ও হাড়িয়া বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে আদিবাসী সমাজ।

এনিয়ে তারা ছাতনা ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন বলে জানিয়েছেন। বাঁকুড়া সদর, জামতোড়, চিনা বাড়ি, ধবন, শুশুনিয়া, তেঘরি, ঝুঞ্জকা ইত্যাদি পারগানার পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে এনিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। ব্যানার ও হ্যান্ডবিলের মাধ্যমেও প্রচার চালানো হচ্ছে। বাবুনাথ টুডু, অশ্বিনী হাঁসদা, মহাদেব মুর্মু, হারাধন টুডু, শিবনাথ মুর্মু, সুনীল বেসরা সহ জেলার আদিবাসী নেতারা বলেন মদ বা হাড়িয়ার জন্য অনেকে মানুষ প্রতি বছর মারা যায়।তাই মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জল প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলেও পানীয় মেলেনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম ২ ব্লকের রামনগর পঞ্চায়েতের পূবার গ্রামে ৭০০০ পরিবারের বসবাস। তাদের কথা ভেবেই সরকারি প্রকল্প পিএইচই দপ্তর থেকে বসানো হয় ছয় বছর আগে জলের পাইপ। কিন্তু ৭০০০ পরিবারের মধ্যে ৪০০০ পরিবার পানীয় জল পায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জল প্রকল্পে দুর্নীতি, নিম্নমানের কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। কল আছে কিন্তু জল নেই, আবার কোথাও মাটির তলায় বোরিং করে পাইপ বসানো আছে কিন্তু মোটর নেই। এই প্রকল্প শেষ হওয়ার পর তা থেকে জল বেরোচ্ছে সেই ছবি তুলে নিয়ে চলে যায় আধিকারিকরা। তারপর থেকেই আর জলের দেখা নেই। পাম্পের কাছে বাড়ি বা একটু নিচু জায়গায় যাদের বসবাস,তারাই শুধু জল পায়। বাকি দু'-তিন হাজার পরিবার জল পায় না।

কোনও কোনও বাড়িতে পাইপলাইন সংযোগ দিয়ে গিয়েছে এবং ট্যাপ লাগিয়ে গেছে, তা কিন্তু এখন সাজানো রয়েছে বাড়িতে। তা থেকে পড়ে না জল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বার বার জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। যদিও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারা এই বিষয়ে খবর পেয়েছেন, দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

১৪ শহিদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, শতবর্ষ উদযাপনের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: ৬ জুন দাসপুর থানার চেঁচুয়াহাটে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমিতে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে নিহত ১৪ জন শহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করল ঘাটাল মহকুমা প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য জন্মশতবর্ষ কমিটি। চেঁচুয়াহাটে অবস্থিত ১৪ শহিদের স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়।

স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান করেন চেঁচুয়াহাটের প্রবীণ নাগরিক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মধুসূদন মান্না, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মাইতি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বিভা পাল, শিক্ষক সুশান্ত হাজরা, কমিটির সদস্য নিমাই বাগ, রবীন ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা।দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন দেবাশিস মাইতি। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত মাজী।সুব্রত মাজী জানান, ১৯৩০ সালের ৩০ জুন লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহে চেঁচুয়াহাটে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে ১৪ জন নিরস্ত্র ও নিরীহ কৃষক শহিদ হন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এটি এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি আরও বলেন, এই শহিদ দিবসের শতবর্ষ আর কয়েক বছরের মধ্যেই। তাই স্মৃতিস্তম্ভের সংস্কার এবং নতুন প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস পৌঁছে দিতে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে একটি শতবর্ষ উদযাপন কমিটি গঠন করে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালনের প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

সরকারি বালতি ঘিরে তুমুল বিতর্ক, পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: সরকারি বালতি ভর্তি একটি গাড়ি পঞ্চায়েত দপ্তরে পৌঁছতেই তা ঘিরে শুরু হল তীব্র বিক্ষোভ। সরকারি সামগ্রী নিয়ে প্রশ্ন তুলে গাড়ি আটকে দিলেন এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে উত্তেজনা ছড়ায় জামুড়িয়া বিধানসভার তপসী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ২০২৪ সালের টেন্ডারের এইসব নির্মল বাংলা প্রকল্পের বালতি এতদিন কোথায় ছিল? কেন হঠাৎ করে ভোরবেলায় সেগুলি পঞ্চায়েত দফতরে নিয়ে আসা হচ্ছিল? এই প্রশ্ন তুলেই বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সরকারি সামগ্রী দীর্ঘদিন গোপন রেখে এখন তড়িঘড়ি পঞ্চায়েতে আনার পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হোক। ঘটনাস্থলে উত্তেজনা বাড়তে থাকলে পঞ্চায়েত দফতরের সামনে জড়ো হন বহু মানুষ।

অন্যদিকে, বালতি নিয়ে আসা ঠিকাদার জানান, তিনি ২০২৪ সালে টেন্ডার অনুযায়ী এই বালতিগুলি সরবরাহ করেছিলেন এবং সেই বাবদ বিলও পেয়ে গিয়েছেন। তার কথায়, 'পঞ্চায়েতের নির্দেশেই আজ বালতিগুলি দপ্তরে নিয়ে আসছিলাম। এতদিন আমার কাছেই রাখা ছিল।' এদিকে তপসী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বীণাপাণি বাউরি জানান, আটকানো বালতিগুলি সম্পূর্ণ সরকারি প্রকল্পের আওতায় কেনা। এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সেগুলি বিতরণের পরিকল্পনা ছিল বলেও দাবি করেন তিনি।

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবসে তারকেশ্বরে আসছেন মোদী!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয়ের মিলিত উদ্যোগেই এই প্রকল্প রূপায়িত হবে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের মতো এবার হুগলির শৈবতীর্থ তারকেশ্বরকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হবে। আগামী ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবসে তারকেশ্বর আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্ভবত, ওই দিনই তারকেশ্বর মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হতে পারে।

হুগলির ধনেখালিতে বিধানসভা ভোটের প্রচারে এসে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা করেছিলেন, বেনারসের কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আদলে তারকেশ্বরকে সাজানো হবে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের একাংশের দাবি, খুব শিগগিরই সেই স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে। কয়েকদিন আগেই তারকেশ্বরে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ইঙ্গিত দিয়েছেন, তারকেশ্বর মন্দির চত্বরকে নবরূপে সাজানো হবে। তারকেশ্বর মন্দির সংলগ্ন দুধপুকুরের দেওয়ালে যে রং করা হয়েছিল, সেটাকেও বদলানোর পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারকেশ্বর মন্দিরের মোহন্ত মহারাজ বলেন, 'মন্দিরের উন্নয়নে সরকার যা করবে, আমরা তাতে সহযোগিতা করব।'

মন্দিরের পুরোহিত মণ্ডলীর এক কর্তা বলেন, 'তারকেশ্বরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত ভক্ত আসেন। শ্রাবণী ও চৈত্র মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। কাশী বিশ্বনাথের মতো তারকেশ্বরকে সাজাতে পারলে সবারই উপকার হবে। কয়েকদিন বাদেই প্রধানমন্ত্রী আসছেন। আশা করছি, উনি বড় কিছু ঘোষণা করবেন।' মন্দিরের আর এক পুরোহিত বলেন, 'আগামী দিনে তারকেশ্বরের আকর্ষণ আরও বাড়বে। তার জন্য হয়তো অনেক কিছুই পরিবর্তন করতে হতে পারে। আমরাও চাই, তারকেশ্বরকে সুন্দর করে গড়ে তোলা হোক।'

স্থানীয় ব্যবসায়ী বলেন, 'নতুন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে, তারকেশ্বরকে গোটা দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা তীর্থক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলা হোক। বেনারসের কাশী বিশ্বনাথ মন্দির চত্বরকে যে ভাবে সাজানো হয়েছে, এখানেও সেরকমটা হওয়া দরকার। তাতে দর্শনার্থীদের যেমন সুবিধে হবে, তেমনি এলাকার আর্থিক মানোন্নয়ন ঘটবে। এই কাজে আমরা সরকারকে সহযোগিতা করতে রাজি আছি।'

জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তা জানান, আগামী দিনে তারকেশ্বরের খোলনলচে পুরোপুরি পালটে ফেলা হবে। এখন ভক্তরা যে পথ দিয়ে তারকেশ্বর মন্দিরে বাবার মাথায় জল ঢালতে যান, সেটি খুবই সঙ্কীর্ণ।

রাস্তার দু'পাশে অগণিত দোকান রয়েছে। সেজন্য ভক্তদের যাতায়াতে খুবই অসুবিধে হয়। মন্দিরে ঢোকা ও বেরোনোর রাস্তাটিকে আরও সম্প্রসারিত করা হবে। তার জন্য দরকার হলে আশপাশের জমি অধিগ্রহণ করা হবে। কিছু দোকান সরাতে হতে পারে।

লন্ডনে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ভাষণে 'বাধা'

কড়া নিন্দা করল ভারত সরকার

নয়াদিল্লি, ৬ জুন: লন্ডনে গিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হল ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত সরকার। লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে শনিবার একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। সেখানে ঘটনাটিকে 'অশোভনীয়' বলে উল্লেখ করেছে নয়াদিল্লি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''গত ৪ জুন প্রধান বিচারপতি বার্কবেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আন্তর্জাতিক আইন' বিষয়ক একটি বক্তৃতা দেন। ভাষণের পর আলোচনা চলছিল। কিন্তু এক জন তাতে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করেন। শ্রোতাদের এমন অশোভনীয় আচরণ অভিপ্রেত নয়। গণতান্ত্রিক সমাজে মতের ভিন্নতা স্বাভাবিক। তবে সেটা ভদ্র ভাবে, শ্রদ্ধাশীল ভাবে প্রকাশ করা উচিত।''

প্রধান বিচারপতির ভাষণের পর একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছিল বার্কবেকে। সেখানেই শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এক জন উঠে দাঁড়িয়ে বিচারপতিকে প্রশ্ন করেন। ভারতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লঙ্ঘনের অভিযোগ সংক্রান্ত সেই প্রশ্ন তাঁকে শেষই করতে দেওয়া হয়নি। তার আগেই সঞ্চালক বসিয়ে দেন প্রশ্নকর্তাকে। জানান, এই প্রশ্নটি তিনি নিতে পারবেন না। প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে হয়েছিল, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র রক্ষায় ভারতের ভূমিকা নিয়ে মাননীয় বিচারপতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু বর্তমানে দেশের ভিতরে ও আন্তর্জাতিক স্তরে বহু আইন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে যে, ভারতে ভিন্নমতের প্রতি ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সেই মনোভাবের কিছুটা প্রতিফলন মাননীয় বিচারপতির বক্তব্যেও দেখা যাচ্ছে বলে প্রচারিত হয়েছে।'

এর পরেই প্রশ্নকর্তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত আলোচনায় অন্য কোনও বিষয়ের প্রশ্ন নেওয়া যাবে না।

'আরশোলারা ভয় পায় না, লড়াই চলবেই'

যন্তর মন্তরে 'ট্রেলার' দেখাল সিজেপি

নয়াদিল্লি, ৬ জুন: পড়ুয়া, তরুণ চাকুরিজীবীরা তো বটেই, অনেক মধ্যবয়সি, প্রবীণ নাগরিককেও দেখা গেল দিল্লির যন্তরমন্তরে। উপলক্ষ, 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র প্রতিবাদ কর্মসূচি। হাতে প্ল্যাকার্ড, কণ্ঠে স্লোগান। বিক্ষোভকারীদের দাবি একটাই, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। সময় বেঁধে দিয়ে নিজেদের দাবিতে সরব হয় 'আরশোলাদের দল'।

শুক্রবার রাতে দিল্লিতে পৌঁছোন সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। বিমানবন্দর থেকে তিনি সোজা চলে যান যন্তরমন্তরে। নিট-ইউজি, সিবিএসই, সিইউইটি, এসএসসি-তে অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তাল গোটা দেশ। সেই অনিয়মের প্রতিবাদে রাস্তায় নামে 'ককরোচ' দল। শনিবার তাদের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আঁটোসাঁটো ছিল নিরাপত্তা। কর্মসূচির অনুমতি নিয়ে টালবাহানা থাকলেও শেষপর্যন্ত দিল্লি পুলিশ ছাড় দেয়। বিকেল ৫টা পর্যন্ত যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচির অনুমতি ছিল। দিল্লি বিমানবন্দরে পা দিয়েই অভিজিৎ তাঁদের বিক্ষোভের দাবি আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন।

যন্তরমন্তরের বক্তৃতায় অভিজিৎ বলেন, ''এটা দীর্ঘ সংগ্রাম। সমাজমাধ্যমে ধর্মেন্দ্রের পদত্যাগের দাবি তোলা হয়েছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেননি। বরং আমাদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে, পোস্ট মুছে দেওয়ার দিকে মনযোগ দিয়েছেন।' কর্মসূচি শেষে তিনি এ-ও জানান, শনিবারের কর্মসূচি ছিল 'ট্রেলার'। ভবিষ্যতে এই আন্দোলন শুধু দিল্লির রাস্তায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। ছড়িয়ে পড়বে গোটা দেশে।

সব মিলিয়ে পাঁচটি দাবি করেছে ককরোচ জনতা পার্টি। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা ছাড়াও তাঁদের দাবি, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন, মণিপুরে স্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যে নজর দেওয়া এবং সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এদিন খানিক অপ্রত্যাশিতভাবেই সিজেপির বিক্ষোভের অনুমতি দেয় দিল্লি পুলিশ। শুধু অনুমতি দেওয়া নয়, কোনওরকমভাবে কোনও অশান্তির পরিবেশ যাতে তৈরি না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। অভিজিৎ দীপককে গ্রেপ্তার করা তো দূর, উলটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশ তাঁকে বিশেষ নিরাপত্তা দিয়েছেন। 'ককরোচ' পার্টির কর্মসূচির জন্য যন্তরমন্তরে কড়া নিরাপত্তা মোতায়েন করে পুলিশ। অন্তত দু'হাজার পুলিশকর্মী সেখানে ছিলেন।

এদিনের বিক্ষোভে উপস্থিত হয়েছিলেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। তাঁর বার্তা, 'আমি প্রতিবাদ পছন্দ করি না, কিন্তু ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের তা করতে হবে।' একইসঙ্গে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির অনুমতি দেওয়ার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত দেশের যুব সম্প্রদায়ের একাংশকে 'আরশোলা' এবং 'পরজীবী' বলে উল্লেখ করার পরে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। প্রধান বিচারপতির মতে, ওই তরুণ-তরুণীরা অন্য কোনও পেশায় স্থান না পেয়ে সাংবাদিক, সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারী বা তথ্যের অধিকার কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন ও সকলকে আক্রমণ করেন। প্রধান বিচারপতির ওই মন্তব্যের পর গত ১৬ মে সিজেপির পথচলা শুরু। 'অনলাইন স্যাটায়ার মুভমেন্ট'হিসাবে পথ চলা শুরু করার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সমাজমাধ্যমে জনপ্রিয় হয় সিজেপি।

নিটের প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদে শামিল হয় যুবসমাজ। সমর্থন জানান প্রযুক্তিবিদ দীপকেও। এ-ও জানান, নিট-আন্দোলনে বিক্ষোভকারীদের পাশে থাকতে দেশে ফিরবেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও জোরালো করে তোলেন। এক্স হ্যান্ডলে এক ভিডিয়োবার্তায় অভিজিৎ বলেন, 'এখন সময় এসেছে আমাদের সকলকে ভারতের সংবিধানের পথ অনুসরণ করে একত্রিত হওয়ার। শান্তিপূর্ণ ভাবে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আওয়াজ তুলতে হবে।' তিনি নিজের গ্রেপ্তারির আশঙ্কাও প্রকাশ করেন। তবে এ-ও বলেন, 'আমরা আর কত দিন ভয়ে থাকব? এই দেশ কোনও এক দলের নয়। দেশ আমাদের সকলের।'

জেড প্লাস নিরাপত্তা উঠতেই লাঠি হাতে লালুর বাড়ি পাহারায় হাজির দলীয় কর্মীরা

পাটনা, ৬ জুন: বিহারে সরকারি পালাবদলের পর নিরাপত্তাও প্রত্যাহার হয়েছে লালু প্রসাদ যাদবের বাড়ির সামনে থেকে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিজেরাই কাঁধে তুলে নিলেন দলের কর্মীরা। সকাল সকাল লাঠি হাতে লালুর বাড়ির সামনে পাহারায় বসেন আরজেডি কর্মীরা। বিহার স্পেশ্যাল আর্মড পুলিশের তরফে হাই প্রোফাইল নিরাপত্তা বহাল ছিল লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর স্ত্রী রাবড়ী দেবীর বাড়ির সামনে। সেই চেনা ছবি উধাও। ফাঁকা পড়ে রয়েছে পাটনার ১০, সার্কুলার রোডের সরকারি বাংলো চত্বর। শনিবার সকালে লাঠি হাতে বসে থাকতে দেখা গেল গুটিকতক দলীয় সমর্থকদের।

লালু প্রসাদ যাদবের বাড়ির সামনে থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাহার হতেই সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেন আরজেডি সমর্থকরাও। দলের সুপ্রিমোর বাড়ির সামনে পাহারা দিতে এক্স মাধ্যমে দলীয় কর্মীদের আহ্বান জানান এক আরজেডি সমর্থক। বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি লেখেন, 'বিহারের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কীভাবে রাবড়ি দেবী

হেনস্তার শিকার হয়েছেন, তা গোটা দেশে জানে।' প্রসঙ্গত, সরকারি তরফে নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পরেই সরব হন লালু প্রসাদের মেয়ে রোহিনী আচার্য। এক্স মাধ্যমে একটি পোস্টে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তিনি লেখেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে আসলে তাঁদের বিপদে মুখে ঠেলে দেওয়ার পরিকল্পনা। হাতে গোনা নিরাপত্তারক্ষী বহাল আসলেই লোক দেখানো।' তিনি আরও লেখেন, 'সরকারি তরফে বহাল নিরাপত্তাকর্মীদের রাবড়ি দেবী তাঁর বাংলোর সামনে থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' একথাও এক্স-পোস্টে জানান লালু-কন্যা।

বিহারে প্রথমবার সরকার গড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সম্রাট চৌধুরী। সরকারি পালাবদল হতেই নিরাপত্তা পর্যালোচনা নিয়ে প্রশাসনিক পর্যায়ের বৈঠকের পর নিরাপত্তা প্রত্যাহার হয় লালুর। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রত্যাহার করা হয় লালু প্রসাদের জেড প্লাস নিরাপত্তা। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি বর্তমানে বিহার স্পেশ্যাল আর্মড পুলিশের ৮ জন নিরাপত্তারক্ষী, পাটনা জেলা ফোর্সের ২ জন বডিগার্ড, একটি পাইলট গাড়ি ও একটি বুলেটপ্রুফ গাড়িও বরাদ্দ করা হয়েছে লালুর জন্য। লালুর ছেলের অর্থাৎ বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবকে ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দিয়েছে সরকার।

'ভারত-চিন সম্পর্কে নাক গলাবে না রুশ'

বার্তা পুতিনের

মস্কো, ৬ জুন: ভারত ও চিনের 'সংবেদনশীল' দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কোনওভাবেই নাক গলাবে না রাশিয়া। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়ে দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পাশাপাশি ভারতের কয়েক দশকের বন্ধুর বার্তা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং উভয়েই তাদের দীর্ঘদিনের সীমান্ত সংঘাত শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বৃহস্পতিবার বিশ্বের শীর্ষ সংবাদমাধ্যমগুলিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নরেন্দ্র মোদী ও শি জিনপিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন পুতিন। বলেন, নয়াদিল্লি ও বেজিং উভয়ের সঙ্গে রাশিয়ার কয়েক দশকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। একইসঙ্গে বলেন, 'ভারত ও চিনের মধ্যেকার কূটনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বহুমাত্রিক। এতে হস্তক্ষেপ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এবং আমরাও আমাদের দুই বন্ধু ভারত-চিনের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখি।' তবে দুই দেশের যে সীমান্ত সমস্যা রয়েছে সেটা তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজছেন বলে জানান পুতিন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে গালওয়ান সংঘর্ষের পর ভারত ও চিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছিল। তবে ধীরে ধীরে সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সম্পর্ক পুনর্গঠনের জন্য ভারত ও চিনন গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত অগস্ট মাসে চিনের তিয়ানজিনে সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও শি জিনপিংয়ের। ট্রাম্পের লাগামছাড়া শুল্কের বিরুদ্ধে এই বৈঠক নজর কেড়েছিল বিশ্বের। সেখানে মোদী ও শি জানিয়েছিলেন, দুই দেশ উন্নয়নের অংশীদার একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এবং নিজেদের মধ্যকার মতপার্থক্য কোনওভাবেই বিবাদ নয়। দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে চাপানউতোর থাকলেও রাশিয়ার সঙ্গে যে দুই দেশের কোনও কূটনৈতিক সমস্যা নেই সে কথা স্পষ্ট করে পুতিন জানান, 'রাশিয়া দুই দেশের (ভারত-চিন) সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছে। এটা স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল। রাশিয়া ও ভারতের মধ্যেকার সম্পর্ক চিনকে বিচলিত করে না। একইভাবে চিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে ভারতও বিচলিত নয়।'

ময়দান

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি রাহুল ও গিলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুলানপুর টেস্টের প্রথম দিন থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিল ভারত। প্রত্যাশামতোই তুলনামূলক দুর্বল আফগানিস্তান বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে আধিপত্য দেখালেন ভারতীয় ব্যাটাররা। অধিনায়ক শুভমান গিল এবং সহ-অধিনায়ক কেএল রাহুলের দুরন্ত শতরানের পাশাপাশি সাই সুদর্শন ও ঋষভ পন্থের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসে ভর করে দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় ভারতের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩ উইকেটে ৩৬৮ রান।

যদিও এই একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও ভারতীয় দলের কাছে ম্যাচটির গুরুত্ব কম ছিল না। সাম্প্রতিক সময়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যস্ত থাকার পর লাল বলের ক্রিকেটে ফের মানিয়ে নেওয়া এবং কিছু ক্রিকেটারের ফর্ম যাচাই করার সুযোগ ছিল এই ম্যাচে। সেই পরীক্ষায় প্রথম দিনের শেষে বেশিরভাগ ব্যাটারই সফল।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। তবে শুরুতেই ভারত একটি ধাক্কা খায়। ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল মাত্র ২৪ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। নতুন বল কিছুটা সুইং করছিল এবং আফগান বোলাররা প্রথম ঘণ্টায় শৃঙ্খলাবদ্ধ বোলিং করেন। কিন্তু সেই চাপ দ্রুত কাটিয়ে ওঠেন কেএল রাহুল। অভিজ্ঞ এই ব্যাটার শুরুতে ধৈর্য ধরে ইনিংস গড়েন এবং পরে ক্রমশ হাত খুলে খেলতে শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে তৃতীয় নম্বরে নামা সাই সুদর্শনের জুটি ভারতের ইনিংসের ভিত মজবুত করে। দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনে মিলে ১৪০ রানের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়ে তোলেন।

সাই সুদর্শন দীর্ঘদিন ধরেই নির্বাচকদের আস্থার কেন্দ্রে থাকলেও তাঁকে নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। সেই সব প্রশ্নের জবাব তিনি দিলেন ব্যাট হাতেই। দুর্দান্ত টাইমিং ও পরিণত ব্যাটিংয়ের সাহায্যে ৮১ রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেন তিনি। শতরান থেকে বঞ্চিত হলেও তাঁর ইনিংস ভারতের বড় স্কোরের ভিত্তি তৈরি করে দেয়। অন্যদিকে কেএল রাহুল নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ১৬৫ বল মোকাবিলা করে শতরান পূর্ণ করেন। এটি তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের ১২তম শতরান। সেঞ্চুরি করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আউট হয়ে গেলেও ততক্ষণে ভারতের ইনিংস শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে গেছে।

রাহুল ফিরে যাওয়ার পর ক্রিজে একসঙ্গে দেখা যায় অধিনায়ক শুভমান গিল এবং ঋষভ পন্থকে। দু'জনেই আফগান বোলারদের উপর চাপ বাড়াতে থাকেন। গিল অত্যন্ত পরিণত ইনিংস খেলে নিজের টেস্ট কেরিয়ারের দশম শতরান পূর্ণ করেন। দিনের শেষে তিনি ১০৩ রানে অপরাজিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় দিনের শুরুতে বড় ইনিংস খেলার সুযোগ থাকবে তাঁর সামনে।

ঋষভ পন্থের জন্যও এই ম্যাচ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর ভূমিকা এবং দলে অবস্থান নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। সেই পরিস্থিতিতে তিনি ব্যাট হাতে আত্মবিশ্বাসী পারফরম্যান্স উপহার দেন। দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় পন্থ ৫০ রানে অপরাজিত ছিলেন। প্রথম দিনের শেষে বলা যায়, ব্যাট হাতে ভারত সম্পূর্ণভাবে ম্যাচের দখল নিয়েছে। গিল ও পন্থ এখনও ক্রিজে থাকায় দ্বিতীয় দিনে ভারতের লক্ষ্য থাকবে আরও বড় স্কোর গড়ে আফগানিস্তানকে চাপে ফেলে দেওয়া। বর্তমানে ম্যাচে এগিয়ে রয়েছে ভারতই।

বেঙ্গল টি-২০ লিগে মুর্শিদাবাদকে হারাল মালদা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঙ্গল টি-২০ লিগে নিজেদের জয়ের ধারা বজায় রাখল সোবিসকো স্ম্যাশার্স মালদা। শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে মুর্শিদাবাদ কিংসকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে দাপুটে জয় তুলে নেয় তারা। বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি ২০ ওভারের পরিবর্তে ১৫ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন মালদার অধিনায়ক মুকেশ কুমার। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মুর্শিদাবাদ কিংস নির্ধারিত ১৫ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান তোলে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন দীপাংশু। ওপেনার ঋষভ চৌধুরীও ২৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। তবে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোয় বড় স্কোরের দিকে এগোতে পারেনি মুর্শিদাবাদ। মালদার বোলিং বিভাগে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ছিলেন সবচেয়ে সফল। তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। অধিনায়ক মুকেশ কুমার, বিকাশ সিং সিনিয়র এবং প্রয়াস রায় বর্মণ একটি করে উইকেট শিকার করেন। শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ ১৩৪ রানে থামে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ক্রিকেট খেলতে দেখা যায় মালদার ব্যাটারদের। রান তাড়ার চাপকে একেবারেই গুরুত্ব না দিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগোতে থাকেন ঋতম পোড়েল ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ। বিশেষ করে ঋতমের ব্যাট থেকে আসে ম্যাচ বদলে দেওয়া ইনিংস। মাত্র ২৯ বলে ৫০ রান করে দলের জয়ের ভিত গড়ে দেন তিনি।

সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা দুইবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশকে হারিয়ে বড় ব্যবধানে জিতল সঙ্গীতারা। শনিবার গোয়ার জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে বাংলাদেশকে ৩-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ব্লু-টাইগ্রেসরা। ৪২ মিনিটে পেয়ারি জাজার গোলে এগিয়ে যায় ভারত। এরপর ঋতুপর্ণার গোলে ১-১ করল বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সানফিদার গোলে ২-১। ৮২ মিনিটে পরিবর্ত লিন্ডা কম ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেয় ভারতকে।

ভোটের লড়াই আর ময়দানে টিকে থাকা আলাদা, বোঝেন কী নেতারা?

১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার ঋণ! মন ভোলাতে মহমেডানের দায়িত্ব নিলেন হুমায়ুন কবীর!

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাদা কালো শিবিরে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। আমিরুদ্দিন ববির জায়গায় মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সভাপতি হয়েছেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। কিন্তু এই পরিবর্তন কি সত্যিই ক্লাবের ভাগ্য বদলাবে, নাকি সংশয় আরও বাড়াবে, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাদা কালো শিবিরে। দায়িত্ব নিয়েই হুমায়ুন কবীর স্বীকার করেছেন, প্রায় ১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা বইছে ক্লাব। স্পনসর সংকট, আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং আগামী মরশুমের দল গঠনের চ্যালেঞ্জ, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন। তাঁর বক্তব্য, রাতারাতি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তবে দ্রুত আর্থিক স্থিতি ফেরানোর চেষ্টা করা হবে।দীর্ঘদিন ধরেই মহমেডানের সবচেয়ে বড় সমস্যা স্পনসর ও অর্থের জোগান। বিদায়ী সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি গুরুত্বপূর্ণ এমআইসি-র মতো প্রশাসনিক পদে থেকেও সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারেননি। বরং ঋণের বোঝা আরও বেড়েছে।এখানেই প্রশ্ন, হুমায়ুন কী পারবেন?

হুমায়ুন দায়িত্ব নিলেও, ক্লাবের একাংশ এখনও আশ্বস্ত নয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কর্তার মতে, ময়দানের বাস্তবতা রাজনৈতিক ময়দানের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মসীহা হয়েই মহমেডানের মন জয় করতে চাইছেন হুমায়ুন। কিন্তু ময়দানে আসা তো আর ভোটে জেতা নয়। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা বলেন, আগের দিন এক হেভিওয়েট বিজেপি নেতার সঙ্গে দেখা করে তারপর এই দায়িত্ব নেন। উল্টোদিকে আবার তৃণমূলকে হাতে রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেজিনগর থেকে বিধানসভায় লড়াইয়ের প্রস্তাবও দিচ্ছে। হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক জীবনের ঘন ঘন দলবদল নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল, বিজেপি হয়ে বর্তমানে আম জনতা পার্টি তাঁর রাজনৈতিক পথচলা নানা বাঁক দেখেছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে তিনি কতদিন ময়দানে টিকবেন, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। তাঁর এক প্রাক্তন সহকর্মী তো সরাসরিই মন্তব্য করলেন, 'হুমায়ুন ময়দানে টিকে থাকার লোক নন।' এখন দেখার, হুমায়ুন কবীর সত্যিই কি নতুন স্পনসর, নতুন অর্থসংস্থান এবং নতুন পরিকল্পনা এনে ক্লাবকে ঘুরে দাঁড় করাতে পারেন, নাকি সাদা-কালো ব্রিগেডের স্বর্ণযুগ ফেরার অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হয়।

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Quotation Notice
Chakdaha Municipality invites Quotation vide no:- **01/CM/ELEC/LIFT/2026-2027 & 02/Elec.Materials/CM/2026-2027, Dt:- 04.06.2026** for the supply of electrical materials. For further information, please visit www.chakdahamunicipality.com
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING TENDER
eNIT No. 01/WBPWD/AE/AHESD of 2026-27 of AE, AHESD, PWD. Assistant Engineer, Assembly House Elect. Sub. Divn. Invites e-tender vide Tender ID: 2026_WBPWD_5015076_1 from resourceful contactors adequate experience in executing similar nature of work. The last date of online bid submission is 16/06/26 till 05:00 PM. For further details please login http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, AHESD/PWD(E), GOVT. of WB.
ICA- T9481(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Office of the Assistant Engineer, South 24 Pgs Mechanical Sub Division, P W (Roads) Directorate invites quotations for the Supply of AC Motor Cab/ Maxi Cab with Engine capacity less than or equal 2000 C.C. with air conditionon hire basis. Ref: NIQ No. 16 of 2026-2027 of AE, SOUTH 24PGS MSD, PWR and Tender Id: 2026_WBPWD_5015069_1 Date: 05.06.2026. Bid submission start date 10.06.2026 at 10 :00 A.M. Bid submission Last date up to 19.06.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, South 24 Pgs. Mech. Sub Division P W (Roads) Directorate.
ICA- T9486(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING TENDER
No. 01(Sl 1 to 5) of 2026-27 of EE/NHD-I, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for- 1) Tender ID- 2026_WBPWD_5014297_4. 2)Tender ID- 2026_WBPWD_5014297_5. Bid submission start date (online) – 21/05/2026 from 9:00 A.M.Bid submission closing date (online)- 15/06/2026 upto 1:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE/Nadia Hway Div.-I.
ICA- T9490(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপ্রবাহ

সৌরোজ্জ্বল সুন্দর ঐতিহ্যের মুকুট ভিক্টোরিয়া... !

যা বাঙালির হৃদয় মন্দিরে ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর

১৯২১ সালে পুরনো কলকাতার ঐতিহ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

বেবি চক্রবর্তী

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত রানীদের মধ্যে একজন ছিলেন রানি ভিক্টোরিয়া। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর মাথায় উঠেছিল 'রাজ মুকুট'। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে'র ফলে ভারতীয়দের পাশাপাশি অনেক ইউরোপিয়ান বণিক মারা যান। তখন ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনায় অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করে ভারতের নিয়ন্ত্রণ 'ইস্ট্ ইন্ডিয়া কোম্পানি'র' কাছ থেকে সরাসরি নিয়ে নেয়। ১৮৭৬ সালে 'রয়্যাল টাইটেল্ অ্যাক্ট!' পাশের মাধ্যমে বিট্রিশ পার্লামেন্টে রানী ভিক্টোরিয়া'কে 'ভারত সাম্রাজ্ঞী' উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং এখানে উল্ল্যেখিত হয় 'ইস্ট্ ইন্ডিয়া কোম্পানি' কে তাঁদের লভ্যাংশের শুল্ক দিতে হবে ব্রিটিশ সরকারকে আবার অন্যদিকে বলা হয় যে শুধুমাত্র বানিজ্য করলে হবেনা ভারতের উন্নতি সাধন করতে হবে। শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয় তখন ইংল্যান্ডেও উপনিবেশিক্ আগ্রাসী শাসন চলেছিল অ্যায়ারল্যান্ড সহ বেশকিছু ইংল্যান্ডের ছোট্ ছোট্ অংশে এছাড়াও নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া,কানাডা এবং আফ্রিকা মহাদেশের একটা বিশাল অংশেও এই আগ্রাসী উপনিবেশিক্ শাসনের বিরুদ্ধে এই সব অংশগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।এই বিশাল অংশের শাসনভার রানী ভিক্টোরিয়া'র ওপর থাকায় তিনি হয়েছিলেন রানী থেকে মহারানী। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশেও রানী ভিক্টোরিয়া হয়েছিল ব্যাপক্ জনপ্রিয়ত ভিক্টোরিয়া প্যালেস্, ভিক্টোরিয়া কলেজ, ভিক্টোরিয়া পার্ক সহ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল্।রানী নিজেও উপনিবেশিক্ ভারতকে খুব ভালোবাসতেন।কলকাতার অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটক স্থান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল । এর পিছনের ইতিহাসটা'ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্রিটিশ শক্তির স্থায়িত্বের এক অন্যতম প্রতীক। ১৯০১ সালের ২২ শে জানুয়ারি রানীর মৃত্যু হলে সেই খবর তখন কলকাতাবাসী ইংরেজ গোষ্ঠীকে বিশাল ভাবে আঘাত করে,ব্রিটিশ ভারতে তখন বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন। তিনি ১৯০১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা টাউন হলে এক স্মরণসভার আয়োজন করেন। ইতিহাস সচেতন কার্জন সাহেব সেই সভাতে রানির স্মৃতিতে একটি বিশাল স্মৃতি সৌধ তৈরির পরিকল্পনা প্রস্তাব পেশ করেন, এই প্রস্তাব ছাড়াও আরও কিছু পরামর্শ সেই সভায় রাখা হয়েছিল। কেউ কেউ সুপারিশ করেছিলেন যে শিয়ালদহ স্টেশনের চারপাশে খালি জায়গাতে এই সৌধ তৈরি হোক আবার কেউ কেউ চেয়েছিলেন যে স্মৃতি সৌধটিতে ভারতীয় পুরাণ, নথিপত্র এবং ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক জিনিস থাকবে। কিন্তু কার্জন সাহেবের মাথায় অন্য কিছু ছিল,যেহেতু কলকাতা তৎকালীন ভারতের রাজধানী ছিল, তাই তিনি চেয়েছিলেন ব্রিটিশদের নির্মিত কোনও স্থাপত্য এই শহরে থাকুক। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছিল স্থাপত্যটি নির্মিত হবে রানি ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিতে এবং অন্যদিকে এটি একটি সংগ্রহালয়েরও কাজ করবে। মূলত কার্জন সাহেবের উদ্দ্যোগেই এই স্থাপত্যটি তৈরির জন্যে কলকাতার ময়দান সংলগ্ন অঞ্চলের ৬৪ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু এত স্মৃতি সৌধ নির্মার্ণের জন্য যেমন অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল,সেই সঙ্গে প্রয়োজন ছিল অতি দক্ষ প্রযুক্তি বিদেরও, প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এই ভবন নির্মাণের জন্যে। এই বিশাল পরিমাণ অর্থের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্যও নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য প্রত্যেকে এই আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন এবং অর্থ সংগ্রহ করতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অফ্ আর্কিটেক্ট- এর প্রেসিডেন্ট্ স্যার উইলিয়াম এমারসন এই ভবনের পরিকল্পনা ও নকসা প্রস্তুত করেন। বিস্তৃত উদ্যানগুলি ডিজাইন করেছিলেন লর্ড রেডসডেল এবং ডেভিড প্যারেন্। তবে আর্কিটেক্ট হিসেবে এর নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান করেন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভিনসেন্ট জেইস S Vincent J EachV– তিনি ভবনের বাগানের গেটগুলি নকশা করেন। ১৯০২ সালে এমারসন তাঁকে ভবনটির মূল নকশা এঁকে ফেলার দায়িত্ব দেন। প্রায় ১০৩ মিটার লম্বা, ৬৯ মিটার চওড়া এবং ৫৬ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এই স্থাপত্যটি তৈরির ভার পরে কলকাতার মেসার্স মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি। যেহেতু কার্জন সাহেবের কাছে তাজমহল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। সেই কারণে তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন খুঁত রাখতে চাননি তাই তাজমহলে যে সাদা মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ভবন নির্মাণেও সেই পাথর ব্যবহার করা হয়।

১৯০৫ সালে কার্জন যখন ভারত ছেড়ে যান তখন এই নির্মাণ কাজ ঠিকমতো শুরুই হতে পারেনি । কার্জন পরবর্তী ভাইসরয় এই ভবন নির্মাণের ব্যাপারে ততটা উৎসাহ দেখায় নি, তাই ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা- নিরিক্ষাতেও অনেক দেরি হয়ে যায়।ভবনটির সাব্ স্ট্রাকচার এর কাজ শুরু হয় ১৯০৪ সালে, ১৯০৬ সালে ওয়েলসের রাজা পঞ্চম জর্জ এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, আর ভবনের সুপার স্ট্রাকচার এর কাজ শুরু হয় ১৯০৪ সালে, ১৯০৬ সালে ওয়েলসের রাজা পঞ্চম জর্জ এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আর চার বছর পর মানে ১৯১০ সালে। এরপর কেটে যায় প্রায় ১১ বছর । ১৯২১ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর এই ভবনটি উদ্বোধন করেন রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড। ভিনসেন্ট এসচ ছিলেন এই সৌধের অধীক্ষক স্থপতি। সৌধ-সংলগ্ন বাগানটির নকশা প্রস্তুত করেছিলেন লর্ড রেডেসডেল ও স্যার জন প্রেইন। কলকাতার মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি সংস্থার ওপর নির্মাণকার্যের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের উত্তর দিকে অবস্থিত কুইন্স ওয়ে, ডাল্হিং ফাউন্টেন, তারপর বিস্তীর্ণ ব্রিগেড প্যারেড ময়দান; দক্ষিণে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড এবং তারপর আইপিজিএমইআর এবং এসএসকেএম হাসপাতাল। পূর্বে কলকাতার বিখ্যাত সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, এম. পি. বিড়লা তারামণ্ডল, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, এবং রবীন্দ্রসদন। আর পশ্চিমে কলকাতা রেস কোর্স ময়দান। স্মৃতিসোধ ভবনের উত্তর এবং দক্ষিণ দু-দিকেই বিশাল ফটক। উত্তর ফটক থেকে ভবন পর্যন্ত চওড়া রাস্তার দু-দিকে দুই প্রকাণ্ড জলাধার একাধারে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনের মনোরম শোভা বর্ধন করে।

ব্রিটিশ রাজপরিবার ১২০০ বছরের গৌরব খ্যাতিনাম হিসাবে যোগ আছে রানী ভিক্টোরিয়া'র।ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের টালমাটাল দশায় ধরেছিলেন শক্ত রাশ ফিরিয়ে এনেছিলেন রাজতন্ত্রের গরিমা।একেরপর এক আধুনিক সংস্কার জনকল্যাণ মূলক কাজকর্ম তিনি দেশের মানুষের কাছে হয়েছিলেন নয়নের মুনি। এরপর তিনি সাধারণ রাণী থেকে হয়ে উঠেছিলেন মহারানী ভিক্টোরিয়া। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮২০ সালে'র ২৪ শে মে লন্ডনের ক্যানসিংটন রাজপ্রাসাদে।তাঁর প্রকৃতনাম ছিল আলেকজান্ডারইয়া ভিক্টোরিয়া। ডিউক্ এড্ ক্যান্ অ্যাডওয়ারে'র একমাত্র সন্তান, রাজা তৃতীয় জর্জের চতুর্থ পুত্র। ১৮২০ সালে রানী ভিক্টোরিয়া'র বয়স একবছরও পূর্ণ হয়নি তখন তাঁর বাবা এড্ ক্যান্ অ্যাডাওয়ার মারা যান। তাঁর মায়ের নাম প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়া অফ্ স্যাককেভা'সালফ্রেড। তিনি ছিলেন একজন জার্মান ডিউক্ এর কন্যা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়নি। তাঁর মা'ই তাঁর পড়াশুনোর দায়িত্ব পালন করতেন। রাজ পরিবারের মেয়ে পাছে সাধারণ পরিবারের আর পাঁচটা ছেলেমেয়েদের সাথে না মেশে তাঁর জন্য তাকে স্কুলে পাঠানো হয়নি। সমবয়সী কারুর সাথে মেলামেশার সুযোগ পায়নি তিনি।পরে জার্মান গৃহশিক্ষক রাখা হয়েছিল ছোটো ভিক্টোরিয়া'র জন্য। খুব অল্প বয়সে জার্মান এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। শৈশব থেকে কৈশোরে রানী ভিক্টোরিয়া'কে কখনই একা থাকতে হয়নি। রাজকর্মচারী সেবিকা লেগেই থাকত এই অতিরিক্ত তদারকি মোটেই তাঁর ভালো লাগত না বিরক্ত লাগত। কিন্তু তাঁর পক্ষে ওই সময় কিছু করার ছিলনা। রাজপ্রাসাদের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা আর মায়ের কড়া শাসন এব্যাপারে রাজ কর্মকর্তা জন্ কনডয়ও কম যেত না। ভিক্টোরিয়াকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেন তিনিও। একদিকে নিয়মকানুন সহবত শিক্ষা অন্যদিকে এই দুইজনের প্রতিমুহূর্তে নজরদারি ভিক্টোরিয়া'র শৈশবকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল।প্রাসাদের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি ছিলনা। মনখারাপ হলে প্রাসাদের এক কোণে ছোটো মেয়েটি একাই বসে গেলা করত পোষ্য কুকুর আর ডল্ পুতুলদের সাথে এইভাবে ক্যাসিংটন্ প্রাসাদে

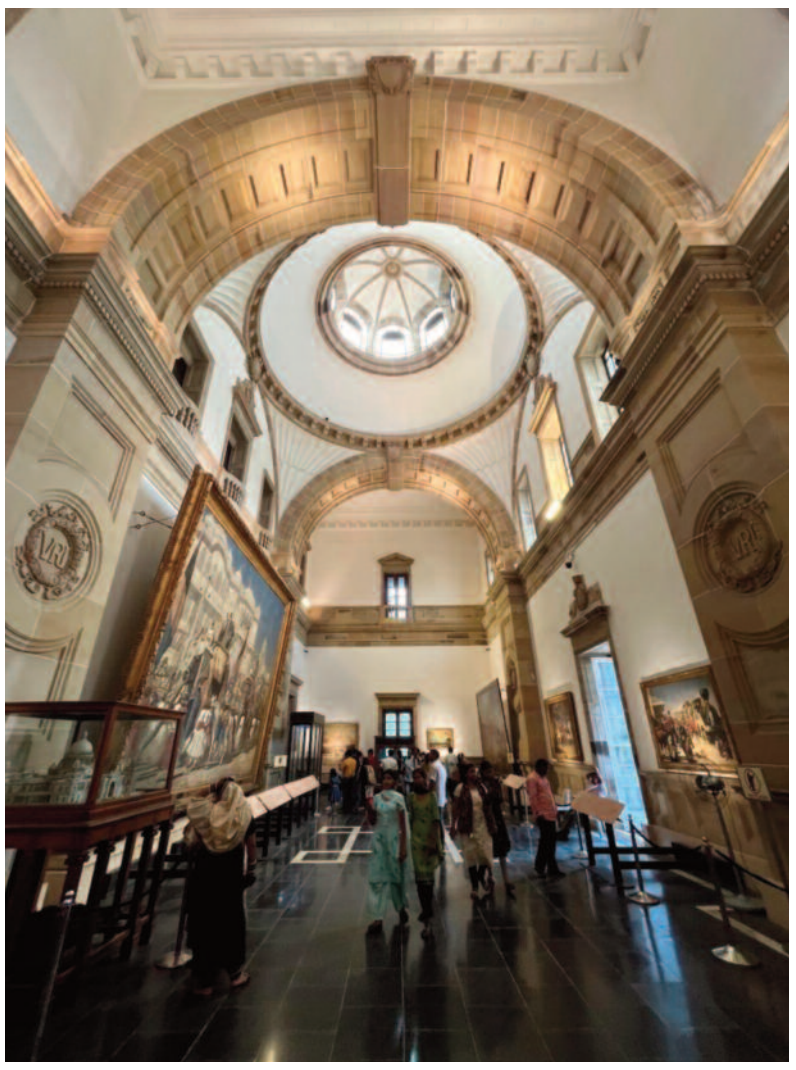

বেড়ে ওঠেন তিনি। ১৮৩৭ সালে রাজা চতুর্থ উইলিয়াম মারা যান। এরপর তাঁকে মনোনীত করা হয় এরপর পাঁচ ঘন্টা ধরে চলে অভিষেক ওয়েস্ট্ মিনিস্টা'আমেজে সেখানে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিরা দেখা করতে আসেন,উৎসাহিত জনতা 'রানী দীর্ঘজীবি হোক্' বলে শ্লোগান তোলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে রানী'র মাথায় মুকুট দেওয়া হয়। সিংহাসন লাভের পর রানী ভিক্টোরিয়া'র প্রথম হুকুম ছিল 'এক ঘণ্টা একা থাকতে দাও' - এই সারাদিনের দুর্বিসহ ঘেরাটোপ থেকে এক ঘন্টার মুক্তি। অল্প বয়সী রানী'র তৎকালীন পরামর্শদাতা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মেলবন। ১৮৩৭ সালে একটা গুজব্ উঠেছিল তাঁদের বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা দেখে সবাই ভেবেছিলেন্ মেলবন কে বিয়ে করে উইলসন্ ক্যাসেলে একসঙ্গে সময় কাটাছিলেন রানী। তিনি এই সম্পর্কে'র নাম দিয়েছিলেন শুধুই বন্ধুত্ব। রানী তাঁর ব্যাক্তিগত ডায়েরিতে লিখেছিলেন মেলবন সৎ, বিশাল মনের অধিকারী একজন মনের মানুষ। রানী'র শপথ গ্রহণের দু'বছর পর ১৯৩৯ সালে তাঁর ১৭ তম জন্মদিনে জার্মান থেকে ইংল্যান্ডে বেড়াতে আসে তাঁর মামার ছেলে পিন্স্ আলবার্ট। তিনি ছিলেন সুদর্শন, উচ্চবংশ,সাহসী যোদ্ধা। সুন্দরী কুমারী রানীকে দেখে প্রেমে পড়ে যান। আলবার্ট'কে ভিক্টোরিয়াও বিয়ে করতে মুখিয়ে ছিলেন। তখন ব্রিটেনের রানী'কে প্রস্তাব দেওয়ার মতো স্পর্ধা ছিলনা তাঁর। সম্ভবত ব্রিটিশ এথিকস্ বা প্রথা ভেঙে রানী বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৮৪০ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। ১৮৪১ সালে তাঁদের প্রথম সন্তান ভিকি'র জন্ম হয়। এরপর মোট নয়টি সন্তান এর জন্ম দিয়েছিলেন তিনি।ইংল্যান্ডের একটা ছোট অংশ অ্যায়ারল্যান্ড সহ বেশকিছু অংশে এবং ভারতেও উপনিবেশিক্ আগ্রাসী শাসনের বিরুদ্ধে এই বিশাল অংশের শাসনভার হাতে নিয়েছিলেন।

১৮৬১ সালে টাইফয়েড্ জ্বরে মারা যান তাঁর স্বামী পিন্স্ আলবার্ট।মাত্র ৪২ বছর বয়সে মারা যান। তিনি নানা অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন।রানী এতে অনেকটা মুঁছড়ে যায়। অপ্রত্যাশিত শোক্ এবং সমব্যথী হয়ে পড়তেন কালো পোশাক। সেই সময় দেশের লোকও সমব্যথী হয়ে কালোপোশাক পড়তেন।দীর্ঘদিন প্রাসাদের বাইরে বেরতেন না। পিন্স্ আলবার্ট এর মৃত্যুর পর সরকারি দায়িত্ব থেকে নিজেকে কিছুটা সরিয়ে নেন এমনকি সংসদে অধিবেশন ডাকতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। অনেক দিন বিরতির পর রানী সরকারি দায়িত্ব পালনের শুরুর মাধ্যমে আবার মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন। একটা গুজব শোনা গিয়েছিল স্বামী'র মৃত্যুর পর জন ব্রাউন্ নামে এক স্কটিশ ব্রিটিশের সাথে নাকি বেশ অন্তরঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৮৬৮ সালে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্ল্যাডি স্টোনের সঙ্গে উত্তেজনা চরমে ওঠে। সরকার কি করতে চাইছেন ? ব্রিটেনে আইন প্রণীত্ হত ব্রিটিশ সাংসদে সরকার কি করতে চলেছে তা জনতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রানী দেখা করতে গিয়েছিলেন সেখানে সামরিক ক্ষমতা প্রসঙ্গে কিছু বলার উপায় রাজ পরিবারের ছিল না। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে শীত থেকে বাঁচাতে নানা জিনিস সামগ্রী এবং যুদ্ধের উপকরণ সৈন্যদের তিনি পাঠাতেন। এই যুদ্ধে স্বামী হারা নারীদের প্রতি শোক্ ও সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লেখেন এবং এই যুদ্ধে যারা মারা গিয়েছিলেন সেই সব সৈনিকদের বিরত্বের জন্য পদকের ব্যাবস্থা করেছিলেন ।তিনি আর কেও নয় ইংল্যান্ড রাজপরিবারের তত্যন্তচর্চিত নাম রানী ভিক্টোরিয়া। ১৮৮৭ -৮৫ বছর ১৮৯৭-৬০ বছর পুর ইংল্যান্ড জুড়ে উৎসব চলেছিল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, রেলের প্রসার, ব্রিটেনের পাতাল রেল, শিল্পায়ন বিশাল সাম্রাজ্যের উন্নতিসাধন দীর্ঘ সময়ের অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কাজ করেছিলেন। বর্তমানে 'সিস্টার নিবেদিতা' রানী এলিজাবেথ মার্গারেট'ও নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী বাঘাযতীন এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন আগ্রাসী সাম্রাজ্যের প্রতিবাদ। তৎকালীন পত্রিকা যুগান্তরে প্রতিবাদী প্রতিবেদন ইংরেজি আক্ষরে নির্বাচিত করে চিঠির মাধ্যমে বিদেশে পত্রিকায় পাঠানো জরালো প্রতিবাদের কর্মসূচি গ্রহণ করা। তখন কেউ কেউ ব্রিটেনের রাজপরিবারকে শত্রু মনেকরতেন যেতেতু গ্রেট ব্রিটেনে'র সঙ্গে জার্মানির সম্পর্ক তেমন ভালোছিলনা। জার্মান প্রিন্স্ আলবার্ট এর সহিত রানী ভিক্টোরিয়া'র বিবাহসূত্রে বন্ধনের পর থেকেই ব্রিটেনের রাজপরিবারের সাহিত জার্মানির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ফলে অনেকে প্রকাশ্যে রানী ভিক্টোরিয়াকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। ১৮৪০ সালে এড্ ওয়ার্ড অস্কফোর্ড নামে ১৮ বছর বয়সে এক তরুণ লন্ডনের রাস্তায় রানীকে লক্ষ করে গুলি করে অল্পের জন্য রক্ষা পান রানী।পরে তদন্ত করে জানা যায় মাথায় গন্ডগোল আছে ওই তরুণের বিনা সাজায় ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে। ১৮৪২ সালে জন্ উইলিয়াম নামে এক তরুণ দু'দুবার তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ব্যর্থ হয় তারও শাস্ত্রি হয়নি তিনিও আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যান। ১৮৪৯ সালে এক ক্ষুব্ধ আইরিশ নাগরিক রানীর ঘোড়ার গাড়িকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় একটু'র জন্য বেঁচে যান।এর পরের বছর রবার্ট পেক্ নামে এক সেনার কর্মকর্তা রানীর মাথায় বেত দিয়ে আঘাত করে। ওই বেতের ওজন কম হওয়ায় রানী বেঁচে যায়। ওইদিন রানী একাই গাড়ি চালিয়েযাচ্ছিলেন। ১৮৪২ সালে স্কটল্যান্ডের একটি বিখ্যাত কবি তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করেন তাকে পাগল আখ্যা দিয়ে রানী নিজেই তাঁকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন।এইভাবে ছ'ছয় বার রানীকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্রতিরারই আশ্চর্য ভাবে বেঁচে সিংহাসনের উত্তরসূরি হন। এই কারণে আরও ক্রমশ রানী'র জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল শুধু ইংল্যান্ডের নয় এই সুদূর ভারতেও। ১৯০১ সালে রানী ভিক্টোরিয়া'র মৃত্যু হয়।

তখন আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে রানী ভিক্টোরিয়া হয়েছিল ব্যাপক জনপ্রিয়। ভিক্টোরিয়া কলেজ, ভিক্টোরিয়া প্যালেস, ভিক্টোরিয়া পার্ক সহ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছিল। রানী নিজেও উপনিবেশিক্ ভারতকে খুব ভালোবাসতেন।